প্রেসিডেন্সি কলেজ

প্রাসঙ্গিকী

১৮৪-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০ জানুয়ারি, ২০০১

প্রেসিডেন্সি কলেজ

কলিকাতা

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

২০ জানুয়ারি, ২০০১

১৮৪-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

প্রেসিডেন্সি কলেজ

৮৬/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩।

দূরভাষ ঃ ২৪১-২৭৩৮/১৯৬০

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

[Annual report of the achievement and activities of different departments of the Presidency College, Calcutta for the year 2000]

১৮৪-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উপলক্ষে

(২০ জানুয়ারি, ২০০১)

অধ্যক্ষ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ প্রলয় শূর
সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়তায় ঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ও অ-শিক্ষক কর্মচারিবৃন্দ

বিতরণের জন্য মুদ্রিত

মুদ্রক ঃ **ক্যালকাটা রিপ্রো গ্রাফিক্স**
৩৬/৮বি, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬।

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

২০০১

বিষয়সূচী

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস ... ৫

উল্লেখযোগ সংবাদ

২০০০-এর প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন ... ৬

ডিরোজিও জন্মজয়ন্তী ... ৬

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ... ৬

কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন ... ৭

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের সংবর্ধনা ... ৭

২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক সূচনা ... ৭

শোক সংবাদ ... ৮

অন্য সংবাদ ... ৮

কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ... ৮

সরকারি পুরস্কার ও বৃত্তি ... ৮

অছি তহবিলের খবর ... ৯

কলেজের বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ

অর্থনীতি ... ১০

ইংরেজি ... ১০

ইতিহাস ... ১১

উদ্ভিদবিদ্যা ... ১১

গণিত ... ১২

দর্শন ... ১৩

পদার্থবিদ্যা ... ১৪

প্রাণিবিদ্যা ... ১৬

বাংলা ... ১৮

ভূগোল ... ১৮

রসায়ন ... ১৯

রাশিবিজ্ঞান ... ২২
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ... ২৪
শারীর বিদ্যা ... ২৪
সমাজতত্ত্ব ... ২৭
হিন্দী ... ২৮
ক্রীড়াবিভাগ ... ২৯
গ্রন্থাগার ... ৩০
ইডেন হিন্দু হোস্টেল ... ৩৩
Presidency College Girl's Hostel ... ৩৪
প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্মী-সাংস্কৃতিক সংস্থা ... ৩৪
প্রেসিডেন্সি কলেজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি ... ৩৫
প্রাক্তনী সংসদ ... ৩৬

বিভিন্ন পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল ... ৩৯
পরিশিষ্ট ২ : পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা ... ৪০
পরিশিষ্ট ৩ : অছি তহবিল ... ৪৯
পরিশিষ্ট ৪ : বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ গবেষণা-প্রকল্পের তালিকা ... ৫২
পরিশিষ্ট ৫ : বিভিন্ন বিভাগের আয়োজিত আলোচনা-চক্র ও বক্তৃতা ... ৫৮
পরিশিষ্ট ৬ : বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক-অতিথি ... ৬৩
পরিশিষ্ট ৭ : বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ... ৬৭
পরিশিষ্ট ৮ : প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক এবং কর্মীদের নামের তালিকা ... ৭৪

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

প্রেসিডেন্সি কলেজ এক বিরাট সাংস্কৃতিকঐতিহ্যের প্রতীক। উনিশ শতকে আত্মপ্রকাশ ক'রে এই প্রতিষ্ঠান বহু সঙ্কট ও আবর্তের মধ্য দিয়ে একুশ শতকে এসে পৌঁছেছে। শিক্ষায়তন হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজের আত্মপ্রকাশ ১৮৪ বছর আগে, ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি তারিখে। তখন অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক নাম ছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজের দুটি বিভাগ ছিল, জুনিয়র এবং সিনিয়র নাম ছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজের দুটি বিভাগ ছিল, জুনিয়র এবং সিনিয়র সেকশন -জুনিয়র সেখশনের বর্তমান পরিচয় হিন্দু স্কুল নামে এবং সিনিয়র সেকশন রূপান্তরিত হয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজে। নারে এই পরিবর্তন ঘটেছিল ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে।

২০ জানুয়ারী তারিখটিকে আমরা স্মরণ করি প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস হিসেবে। আসলে এই স্মরণ করার পটভূমি উনিশ শতকের বাংলার পুনরুজ্জীবনের প্রবাহকে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিহ্নিত করা বোধ ও মেধার উৎকর্ষ না থাকলে একটি জাতির প্রাণশক্তি অকালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য তাই শুধু অতীতের স্মারকচিহ্ন নয়, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও বহন করে থাকে।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও থেকে ডেভিড হেয়ার, রসময় দত্ত থেকে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর এবং বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিত্ব যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ হিসেবে কাজ করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠান আজ এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সাফল্য ব্যর্থতার ইতিহাস নিয়েই সময় তার কালপঞ্জি রচনা করে। প্রেসিডেন্সি কলেজও সেই অনন্য কালপ্রবাহের চিহ্নগুলিকে বহন করে চলেছে। অগণিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। অতএব আমাদের আশা যে প্রেসিডেন্সি কলেজ তার ধারাবাহিক সাফল্যের নজির অটুট রাখতে সক্ষম হবে।

আমাদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং ২০০১ সালের ২ জানুয়ারি থেকে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেছেন। আমরা প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী মুখোপাধ্যায়কে জানাই আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তাঁর আগামী দিনগুলি সুন্দর হয়ে উঠুক, এই কামনাই করি। এবং অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন। পরিশেষে শ্রদ্ধা জানাই অতীতের সেই সব মহান মানুষদের, যাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজকে বাংলার পুনরুজ্জীবনের ধারার অবিচ্ছিন্ন অংশ করে তুলেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য সংবাদ

২০০০-এর প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন

২০০০-এর ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজের ১৮৩-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস প্রভূত উৎসাহ, গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। মূল অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ও লোকসেবা আয়োগের প্রাক্তন সদস্য অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার দত্ত এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলেজেরই প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সুনীলকুমার রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বার্সার ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত।

কলাবিভাগীয় গ্রন্থাগারে প্রতিষ্ঠাতৃদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর ডিরোজিও হলে মূল অনুষ্ঠানটি হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন প্রাক্তনী সংসদের ও পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও কলেজের অধ্যক্ষ। মাননীয় অতিথিদের ভাষণের পর পুরস্কার বিতরিত হয়। পর্যায়ক্রমে অতিথিরা পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে কলেজের প্রাঙ্গণে প্রাক্তনী সংসদের উদ্যোগে পুনর্মিলন উৎসব, চা-চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৬০০জন প্রাক্তনী সমেত প্রায় ১৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডিরোজিও জন্মজয়ন্তী

গত ১৭ এপ্রিল ২০০০, সোমবার বিকেল আড়াইটায় কলেজের নিউ পি-এল্-টি-তে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে হেনরি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও-র ১৯১তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। কলেজের ছাত্রদের পক্ষে ভাষণ দেয় দ্বিতীয় বর্ষ সাম্মানিক ইতিহাসের ছাত্রী উদিতি সেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতা করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রী সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীতপন দত্ত ও শ্রীমতী সোমা বসু। সঞ্চালক ছিলেন ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত তাঁর রচিত গান গাওয়া হয়। ধন্যবাদ দেন শিক্ষক-সংসদের সম্পাদক ও অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

১৫ অগাস্ট, ২০০০ তারিখে ভারতবর্ষের ৫৪তম স্বাধীনতা দিবস ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সোৎসাহ উপস্থিতিতে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও প্রারম্ভিক ভাষণ দেন। এ বছরের বিশেষ বক্তৃতা দেন পদার্থবিদ্‌া বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুব্রত দত্ত। এছাড়া বক্তৃতা করেন ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জিষ্ণু দাশগুপ্ত, ও কলেজের প্রধান সহকারী শ্রী দিবাকর বসু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষক-সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক অমিতাভ চ্যাটার্জী। বন্দেমাতরম্ পরিবেশন করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী সোমা বসু। সভাশেষে

সমবেত জাতীয় সঙ্গীতেও তিনি নেতৃত্ব দেন। মিষ্টিমুখের পর সভা শেষ হয়। সভাটির সঞ্চালক ছিলেন কলেজের বার্সার ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত।

কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন

১৮ ডিসেম্বর কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের দীর্ঘদিনের লালিত এক সুখস্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে। কলেজের নবনির্মিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। বেলা ১২টায় ফুল আলপনায় সুসজ্জিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী মাননীয় অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী। তিনি ফলক উন্মোচন করেন, ফিতে কাটেন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। সহর্ষ করতালি ও শঙ্খরবে, প্রাঙ্গন, উৎসবের দিনের চেহারা নেয়। এই উপলক্ষে বিরল পুস্তক ও দলিল-পত্রাদির এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন কলেজের পরিচালক-মণ্ডলী ও প্রাক্তন-সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। এরপর অতিথিরা প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন। পরের পর্যায়ের অনুষ্ঠান হয় ডিরোজিও হলে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখার্জী ও অধ্যাপক অমিতাভ চ্যাটার্জী। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী সোমা বসু। কলেজের ছাত্রীরা পুষ্পস্তবকে অতিথিদের বরণ করে নেয়। স্বাগত ভাষণ ও উদ্বোধনী ভাষণ দেন যথাক্রমে অধ্যক্ষ মহাশয় ও মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী। ভাষণ দেন প্রধান অতিথি ও সভাপতি। অধ্যাপক চ্যাটার্জী ধন্যবাদ দেন। এরপর মিষ্টিমুখের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের সংবর্ধনা

২০০০ সালের ২৮ এপ্রিল অপরাহ্নে বিগত দু'বছরের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বিদায় সংবর্ধনা জানানোর জন্য সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় ও শিক্ষক-সংসদের সম্পাদক তাঁদের সম্মানে বক্তৃতা করেন। তাঁদের হাতে কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক সূচনা

৪ সেপ্টেম্বর, ২০০০ তারিখে ২০০০-০১ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পঠন-পাঠনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এই উপলক্ষে ডিরোজিও হলে, তাদের কলেজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, উৎকর্ষের ধারাবাহিকতা ও বিশ্ববন্দিত কৃতিত্বের বিষয়ে অবহিত করার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুব্রত দত্ত। তিনি নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যক্ষকে পরিচিত করা। অধ্যক্ষ মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত বিভাগীয় প্রধান ও বার্সারের সঙ্গে তাদের পরিচিত করান। 'আমাদের গান' (আমাদের বড় আদরের হে প্রাচীন বিদ্যাভূমি .....) গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে প্রেসিডেন্সি

কলেজ কয়ার। নবাগত ছাত্ররা কলেজের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়। 'ভবিষ্যৎ তারাই তৈরি করবে' এই কথায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়। বক্তব্য রাখেন ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক অমিতাভ চ্যাটার্জী ও ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জিষ্ণু দাশগুপ্ত। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ কয়ারের সমাপ্তি সঙ্গীতের পরে বিভাগীয় প্রধানরা নিজেদের বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে বিভাগে যান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা তাঁদের সাহায্য করেন। অনুষ্ঠানে অনেক অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে কর্মরত ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সহকারী দিবাকর বসু, শিক্ষাকর্মী (ভূতত্ত্ব বিভাগ) দেবব্রত গুহঠাকুরতা এবং ইংরাজী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী সুনীল মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁদের শোকস্তব্ধ পরিবারবর্গকে আমরা সমবেদনা জানাই। তাঁদের অকালপ্রয়াণে এই কলেজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অন্য সংবাদ

বর্তমানে যে ঘটনা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্সি কলেজ VSNL সার্ভারে নিজস্ব ওয়েব্‌সাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তার ঠিকানা হলো http://education.vsnl.com/presidency। এই ওয়েব্‌সাইটে কলেজের ভর্তি ও কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য এবং দেশ ও বিদেশের তথ্যগুচ্ছ পাওয়া যাবে। রাশিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক তুষার কুমার ঘড়ার তত্ত্বাবধানে এবং কলেজের কমপিউটার ক্লাব প্রেসিকমের (Presicom) সাহায্যে এই ওয়েব্‌সাইটটিকে সংরক্ষণ ও আরও তথ্যসমৃদ্ধ করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই জাতীয় প্রচেষ্টা বোধ হয় ভারতে প্রথম যা কিনা শুধু কলেজের প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রদের সাহায্যে পরিচালিত হয় এবং অবশ্যই ছাত্রস্বার্থের কথা বিবেচনা করেই এই উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পুরো তিনবছর যোগ্যতার সঙ্গে কলেজ পরিচালনা করে অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখার্জী গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০০০ সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। নতুন অধ্যক্ষ হয়েছেন অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

২০০০-২০০১-এ কলেজের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৭৯৯। ছাত্র সংখ্যা ৭৬৫ ছাত্রীর সংখ্যা ১০৩৪।

সরকারি পুরস্কার ও বৃত্তি

এ বছর জাতীয় বৃত্তি পেয়েছে ১৮ জন, মেধা বৃত্তি পেয়েছে ১০ জন, হিন্দীভাষী বৃত্তি ২৪ জন। বৃত্তি প্রাপকের মোট সংখ্যা ৫২।

অছি তহবিলের খবর

প্রেসিডেন্সি কলেজে বর্তমানে মোট ৯০টি অছি তহবিল আছে। এদের মোট অর্থমূল্য ১৬,৮৭,১৫০ টাকা। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বদান্যতায় গড়ে ওঠা এই তহবিলগুলি থেকে প্রতিবছর মেধা, মেধা-সংগতি, এককালীন অনুদান ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হয়ে থাকে। এই তহবিলগুলির বেশির ভাগই প্রবন্ধক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রিয়জনের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত। আবার এদের কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষক ও ছাত্রদের নাম। তাই প্রাপকদের কাছে এদের মূল্য শুধুমাত্র অর্থের নিরিখে পরিমেয় নয়।

আলোচ্য বছরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মোট প্রায় ১,৩০,০০০ টাকা মূল্যের পুরস্কার, পদক ও মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ 'পরিশিষ্ট ঃ ২'-এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত মোট ২২ জনকে ২২,০০০ টাকা মূল্যের প্রেসিডেন্সি কলেজ স্নাতক ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। আর্থিক সংগতিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ টি, এস্, স্টার্লিং-এর ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী সংগঠিত তাঁরই নামাঙ্কিত তহবিল থেকে ৩০ জনকে ৩০,০০০ টাকার এবং ২১ জনকে এককালীন অনুদান হিসাবে ১০,৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের স্বেচ্ছাদানে গড়ে ওঠা ছাত্র-সহায়ক তহবিল ও বি. সি. লাহা ফ্রি স্টুডেন্টশিপ্ তহবিল আছে। এই ক্ষেত্রে এবার কোনও আবেদনকারী ছিল না। ১০ জনকে পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি-প্রদান, শিক্ষনমূলক ভ্রমণ ইত্যাদি খাতে ৫০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য বছরে মেধা ও সংগতির বিচারে ২০ জন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে মোট ২৮,৩৫০ টাকা 'হস্টেল স্টাইপেন্ড' দেওয়া হয়েছে। কলেজের প্রখ্যাত প্রাক্তনী ও অর্থনীতিবিদ্ সুখময় চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত তহবিল ও গভর্নমেন্ট কলেজ হিন্দু হস্টেল সেন্টেনারী স্কলারশিপ্ ফাণ্ড থেকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

গত ১৯৯২ সালে কলেজের ১৭৫ বর্ষপূর্তি মহোৎসবে উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে গঠিত তহবিল থেকে কলেজের ১৭টি বিভাগকে আলোচনাচক্র সংগঠনের জন্য ৩৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। বিশেষ অনুদান হিসেবে দুটি বিভাগকে ২৪০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে অছি তহবিলের একটি সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হলো। আরও বিস্তারিত বিবরণ কলেজের 'বার্সার'-এর অফিসে পাওয়া যাবে। এছাড়া আরও কিছু তহবিল গঠনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। যথাসময়ে ও যথাবিধায় সেগুলি সংগঠিত হবে।

কলেজের বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ

অর্থনীতি বিভাগ

● **বিভাগের সংবাদ**—বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল ঃ বি. এস. সি. পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ৩৫ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৪ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অসমর্থিত খবর অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীরা এই বিভাগেরই অন্তর্গত। পার্ট টু পরীক্ষায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৭ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অন্যান্য বছরের মত এ বছরেও এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের প্রবেশিকা পরীক্ষায় J.N.U, D.S.E, I.S.I (Calcutta & Delhi)—এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে উল্লেখযোগ্য ভাল ফল করেছে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা শীর্ষস্থানগুলি অধিকার করেছে।

● **অন্যান্য সংবাদ**—অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার উৎকর্ষের মান নিঃসন্দেহে উন্নত করেছে। অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক মিহির রক্ষিত ও অধ্যাপক আশিস দাশগুপ্তর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বক্তৃতা থেকে ছাত্রছাত্রীরা প্রভূত উপকৃত হয়েছে। অধ্যাপক সৌম্যেন্দ্র নাথ শিকদার, অধ্যাপক অনুপ সিনহা, অধ্যাপক অভিরূপ সরকার, অধ্যাপক অম্বর নাথ ঘোষ নানা সময়ে কিছু কিছু ক্লাস নিয়ে বিভিন্ন বিষয় পড়িয়ে যান। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শে বিভাগ অত্যন্ত উপকৃত।

অধ্যাপক শান্তনু ঘোষ এ বছরের মার্চ মাসে হলদিয়া কলেজ থেকে বদলি হয়ে শূন্যপদে এই বিভাগে এসে যোগদান করেছেন। একাদিক্রমে সাত বছর (১৯৯৩-২০০০) অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিভাগ পরিচালনা করার পর শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ১ জানুয়ারি ২০০১ সালে কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেছেন। তাঁর এই সম্মান লাভে বিভাগ অত্যন্ত গর্বিত। বিভাগীয় প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করবেন শ্রীমতী মমতা রায়।

ইংরাজি বিভাগ

বিভাগের সব থেকে বড়ো দুরবস্থা শিক্ষক সংখ্যায়। পদের সংখ্যা সরকারিভাবে যখন এগারো তখন পুরো সময়ের অধ্যাপকের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। ডঃ তপতী গুপ্ত ও শ্রীতীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। বাধ্য হয়েই আংশিক সময়ের তিনজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়েছে। তিনজনের মধ্যে দুজনেই পুরোনো অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত, শ্রীমানস কুমার রায় এবং শ্রীবিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আরেকজন শ্রীসায়নদেব চৌধুরী। এঁরা তিনজন আসায় বিভাগের অবস্থা মন্দের ভালো। কিন্তু গত বছরে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা যায়নি। আশা আছে এই বছরে আয়োজন করার। রুপোলি রেখা দেখা যাচ্ছে বিভাগের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলে। দুজন বি.এ. পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে। তাদের অভিনন্দন জানাই। অল্প নম্বরের জন্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর নম্বর পায়নি। ডঃ সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় বেসরকারি

সংস্থা প্রযোজিত একটি ইংরাজি তথ্যচিত্র 'Vijaynagar : The City of Victory"—তে সংযোজকের কাজ করেছেন। ওই একই সংস্থা প্রযোজিত "হলিউডের সুবর্ণ যুগগুলি"-তেও তিনি ভাষ্যকারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

ইতিহাস বিভাগ

ইতিহাস বিভাগে সাতটি পদের মধ্যে তিনটি পদ আপাতত শূন্য। এর ফলে পঠন-পাঠনের বেশ অসুবিধা হয়। বহিরাগত আংশিক সময়ের শিক্ষকেরা এই অসুবিধা কিছুটা দূর করতে অনেকটাই সাহায্য করেছেন। অনুমোদিত আংশিক সময়ের শিক্ষিকা হিসাবে নুপূর চৌধুরী নিয়মিত ক্লাস নেন। এছাড়া এবছর বিভাগের বেশ কিছু প্রাক্তন ছাত্র বিনা পারিশ্রমিকে কিছু ক্লাস নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন East London University-র অধ্যাপক বেঞ্জামিন জ্যাকারিয়া, জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কৌশিক রায় এবং Syracuse বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সমর্পিতা দে। এঁদের সকলের কাছেই বিভাগ ঋণী।

বিভাগের ফলাফল ভালই। স্নাতক পর্যায়ে ২৩ জনের মধ্যে দু'জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১১ জনের মধ্যে ৭ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিভাগের বেশ কিছু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এ বছরেও গবেষণার জন্য বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন বোরিয়া মজুমদার (অক্সফোর্ড), সমর্পিতা দে (Syracuse) এবং অমৃতা ব্যানার্জী (Syracuse)।

আমেরিকার Western Oregon University-র অধ্যাপক নরসিংহ পি. শীল বঙ্কিমচন্দ্র ও টিউডর যুগ সম্বন্ধে দুটি বক্তৃতা করেছিলেন। এছাড়া নতুন সামাজিক ইতিহাস শীর্ষক প্রতাপ চন্দ্র সেন স্মারক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই Seminar-এ বক্তা ছিলেন বেঞ্জামিন জ্যাকারিয়া, সমর্পিতা দে, অমৃতা ব্যানার্জী ও বোরিয়া মজুমদার। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী কৌশিক রায়। এবছরে অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকারের শততম জন্মদিনে ইতিহাস সংসদের সহযোগিতায় অধ্যাপক সরকার স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উপনিবেশিক ভারতে দারিদ্র্য চিন্তা শীর্ষক বক্তৃতাটি দেন জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাক্তন ছাত্র সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক রজতকান্ত রায়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭৫৭, ১৮৫৭ ও ১৯৪৭ বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করেন Refresher Course-এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তাঁর লেখা প্রবন্ধ Factors in Bengal Renaissance ডঃ রণজিৎ কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত Contribution to Holistic Traditions বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির প্রকাশক Anthropological Survey of India। সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত Refresher Course-এ State Formation in Early Modern Europe বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। তিনি নেপালে মানবাধিকার সংকট শীর্ষক আলোচনা চক্রে দার্জিলিং-এর গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

পঠন পাঠন ঃ ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের স্নাতক (সাম্মানিক) ও

স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ফলাফল অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী সন্তোষজনক হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে মোট ২৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৪ জন প্রথম শ্রেণী ও বাকী ১১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। নন্দিনা পারিয়া সর্বোচ্চ ৫৮৩ নম্বর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছে। স্নাতক পার্ট-ওয়ান পর্যায়ে ২২ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। ১৬ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৯৯৮-৯৯ সালে ১৫ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মদন মোহন ভট্টাচার্য শিক্ষকদের সহায়তায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ল্যাবরেটরিগুলির উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমে বেশ কতকগুলি বিশেষ পত্র চালু হয়েছে। এগুলি হল—(1) Cell Biology, Molecular Genetics & Plant Tissue Culture (2) Plant Physiology, Biochemistry & Molecular Biology (3) Mycology & Plant Pathology (4) Microbiology.

অধ্যাপক ডঃ তিমির বরণ ঝা, ডি.ডি.পি.আই, সাম্মানিক অতিথি অধ্যাপক হিসাবে প্রতি শনিবার এখানে এসে উদ্ভিদ টিস্যু কালচার বিষয়ে শিক্ষাদান করছেন। তিনজন আংশিক সময়ের শিক্ষক গতবারের ন্যায় এ বছরও পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছেন।

বিভাগীয় প্রধান বিভাগের অন্য শিক্ষকগণের সহায়তায় স্নাতক স্তরের পাঠ্যসূচির সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধনের জন্য একটি দুইদিন ব্যাপী আলোচনা চক্রের আয়োজন করতে চলেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমস্ত উদ্ভিদবিদ্যা সাম্মানিক পঠন পাঠনে নিয়োজিত কলেজগুলির শিক্ষকদের এই আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও পাঠক্রম অনুযায়ী উদ্ভিদ বিজ্ঞানে স্নাতক (সাম্মানিক) ও স্নাতকোত্তর শাখার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অধ্যাপক মদন মোহন ভট্টাচার্য, ডঃ মলয় চক্রবর্ত্তী, ডঃ অশোক দাস ও ডঃ রুমা পাল সিকিম হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ করেছেন এবং ওই সমস্ত অঞ্চলের গাছ-গাছালির সাথে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

উদ্ভিদ প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ডঃ সুবীর বেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। ফলে ওই বিষয়ে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ রুমা পাল ও সম্প্রতি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। ওই শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ করার জন্য এবং বিভাগে আরও শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য বিভাগীয় প্রধান কর্তৃপক্ষকে পত্র দিয়েছেন।

বিভাগের স্থানাভাব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভাগীয় প্রধানের উদ্যোগে এবং অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহযোগিতায় একটি নূতন ল্যাবরেটরি স্থাপনের মত স্থান পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে আরও কিছু পরিমাণ জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে আশাবাদী।

গণিত বিভাগ

২০০০ সালের বি.এস.সি সাম্মানিক পার্ট-টু পরীক্ষায় ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। বাকি ৬ জন পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্স পায়। এদের

মধ্যে একজন পার্ট ওয়ানে প্রথম শ্রেণী পেলেও অল্প নম্বরের জন্য প্রথম শ্রেণী অনার্স থেকে বঞ্চিত হয়। স্নাতক পর্যায়ের পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় সকলেই অনার্স পায়।

৪ ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে National Board For Higher Mathematics এর উদ্যোগে "World Mathematical Year 2000 Lectures নামে গণিত বিভাগে একটি সেমিনার আয়োজিত হয়। Indian Statistical Institute, Calcutta-র অধ্যাপক S. C. Bagchi-এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেন। কলেজের ছাত্র ছাত্রী ব্যতীত, বেথুন কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ এবং বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রায় শতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে Indian Statistical Institute, Calcutta-এর Prof. A. K. Mukherjee, Prof. Amartya Dutta এবং Prof. Alok Goswami মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন।

ডঃ তুলসীদাস ব্যানার্জ্জি, সহকারী অধ্যাপক, ৩০.৯.২০০০ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। ডঃ অশোক দাশগুপ্ত, রিডার, W. B. Council of Higher Secondary Education-এর সচিব পদ থেকে অব্যহতি নিয়ে ডিসেম্বর মাসে এই বিভাগে যোগদান করেন।

এতদ্‌সত্বেও দীর্ঘকাল দুটি অধ্যাপকের পদ শূন্য থাকায় বিভাগের কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে। শ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা চক্রবর্তী কয়েক মাস যাবৎ আংশিক সময়ের অধ্যাপকরূপে কাজ করছেন। অধ্যাপক দেবীদাস চট্টরাজ গত অগাষ্ট মাসে Calcutta Mathematical Society আয়োজিত Seminar cum-workshop on Mathematics Teaching at Undergraduate Level, 2000-এ অংশগ্রহণ করেন।

দর্শন বিভাগ

১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে দর্শন বিভাগের সাম্মানিক ছাত্র-ছাত্রীদের পার্ট-টু পরীক্ষার ফলাফল বিভাগের পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী সন্তোষজনক হয়েছে। মোট ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছয়জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে সাম্মানিক ছাত্র-ছাত্রীদের পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী কিছুটা বিষাদগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ। মোট ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে দুই জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে ; তিন জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বরের প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে ; আগামী পার্ট-টু পরীক্ষায় তাদের প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এই শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের দর্শনের ছাত্র-ছাত্রীদের পার্ট-ওয়ান ও পার্ট-টু পরীক্ষার ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয় নি ; আশাকরি তাদের পরীক্ষার ফলাফল আশাপ্রদ হবে।

পূর্ব ঐতিহ্য পরম্পরায়, বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অব্যাহত আছে ; এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসের বাইরেও পঠন-পাঠন বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করে। বর্তমানে অধ্যাপিকা মন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে একটি সেমিনার লাইব্রেরি চালু আছে। এর মধ্যে এই সেমিনার লাইব্রেরির কিছু

সংস্কার করা হয়েছে ; এবং অচিরে এটিকে আরও উন্নত করার চেষ্টা চলছে। এই বিভাগের পূর্ব রীতি অনুযায়ী মাঝে মধ্যে দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অতিথি বক্তাদের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

বিভাগের সব শিক্ষক-শিক্ষিকারাই পঠন-পাঠনের মান ক্রমশ উন্নত করার ব্যাপারে সচেষ্ট। বিভাগীয় প্রধান শ্রী শিশির কুমার মিত্র রচিত "The Nature of Identity—Statements—A philosophical Analysis—বইটি এই শিক্ষাবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে ; এবং বর্তমানে তিনি "Identity theory of mind and body" শিরোনামক বিষয়ের উপর গবেষণায় রত আছেন। অধ্যাপিকা মন্দিরা মুখোপাধ্যায় "Philosophical Approach to Sentence-meaning and its relevance to present days" শিরোনামক UGC অনুমোদিত একটি প্রকল্পে গবেষণামূলক কাজ করছেন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী মুখার্জী (রায়) "The Concept of Environmental Ethics and its basis in Indian Philosophy" শিরোনামক UGC অনুমোদিত একটি প্রকল্পে গবেষণায় রত আছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকাকালীন এই বিভাগের অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা বক্সী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে "Existence and Predication" শিরোনামক বিষয়ের উপর গবেষণায় ব্রতী ছিলেন। বর্তমানে পার্ট-টাইম শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে বিভাগে যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

এই শিক্ষাবর্ষে বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীদের দু'টি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন পর ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে এর মধ্যে দেওয়াল-পত্রিকার তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এবং ১৯৮৯ সালের পর তাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় পুনর্মিলন উৎসব ২০০০ সালের ২২ ডিসেম্বর সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

W.B.S.E.S.-এর একটি অধ্যাপক পদ এবং W.B.E.S.-এর দু'টি পদ শূন্য থাকায় দর্শন বিভাগ বর্তমানে পার্ট-টাইম শিক্ষকদের উপর কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তবে পার্ট-টাইম শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে যাঁরা বর্তমানে বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁদের সব ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতা বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে বিভাগের শূন্য পদগুলিতে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক অচিরে নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

অন্যান্য বছরের মতই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এ বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগসমূহে ছাত্রদের শিক্ষাগত কৃতিত্ব সন্তোষজনক। ২০০০ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক শেষ পরীক্ষায় ১৯ জনের মধ্যে ১৬ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। অপর তিনজনও উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট অব্ সায়েন্স', আই-আই-টি কানপুর এবং জে-এন্-ইউ স্কুল অব্ ফিজিক্যাল সায়েন্সেস্-এ ভর্তি হবার কৃতকার্যতা অর্জন করেছে। স্নাতক পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ২৯ জন ছাত্রের সবাই কৃতকার্য হয়েছে—এদের মধ্যে ২২ জন প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে। স্নাতকোত্তর পার্ট ওয়ান্ পরীক্ষায় ১৫ জন প্রথম শ্রেণীর নম্বর ও পার্ট টু পরীক্ষায় ১০ জন প্রথম শ্রেণী পেয়েছে।

অন্যান্য বছরের মত এবারও টেলকো (TELCO) চত্বর-সাক্ষাৎকার (campus interview)-এর আয়োজন করেছিল ; রিলায়েন্স টেল্‌কম-ও দুজন স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ (ইলেকট্রনিক্‌স্ বিশেষ পত্র)-র ছাত্রকে নিয়োগ করেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও নিয়োগের জন্য আমাদের কাছে এসেছে। সাহা ইন্‌স্টিট্যুট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (SINP) ও ভ্যারিএবল্ এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার (VEC)-এ আমাদের কয়েকজন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র প্রকল্প-ক্রম (project work) শুরু করেছে। আমাদের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের ক্লাস করার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আমরা VEC-র অধ্যাপক যদুনাথ দে ও VEC-র অধ্যাপক বিকাশ ভট্টাচার্যের কাছে কৃতজ্ঞ।

Indian Physics Association মহাকাশ পদার্থবিদ্যার উপর বিভাগে একটি একদিনের আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। এতে ISRO ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। এই বিষয়টিকে আবশ্যিক পত্র হিসাবে প্রবর্তন করার পক্ষে গৃহীত প্রস্তাব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। সেজন্য পাঠক্রমও সম্মেলনে রচিত ও গৃহীত হয়। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে আরও ছয়টি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Queen Mary ও Westfield College-এর অধ্যাপক পিটার কালমাস ২০০১-এর জানুয়ারি মাসে বিভাগ পরিদর্শন করেন। বিভাগের অধ্যাপকরা বেশ কিছু সংখ্যক গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। স্নাতকোত্তর ছাত্রদের বিভাগীয় প্রকল্পের অংশ হিসাবে ডঃ প্রদীপ দত্ত-র তত্ত্বাবধানে একটি বিভাগীয় intercom network খোলা হয়েছে। ২০০০-এর ডিসেম্বরে অধ্যাপক প্রবীর কুমার গাঙ্গুলি অবসর নিয়েছেন এবং এ-বি-এন্ শীল কলেজ থেকে ডঃ প্রদীপ মুখার্জি এসে বিভাগে যোগ দিয়েছেন।

শ্রীমতী মীরা দে বেশ কয়েকটি আমন্ত্রিত বক্তৃতা দিয়েছেন-তাঁর অধীনে একটি গবেষণা প্রকল্পও আছে।

1. International Symposium on Quantum Many-Body Physics, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (60 years of Prof. R. Rajaraman). (March 5-7, 1999, Chairing a session)

2. Six invited lectures delivered for teachers' training course, organized by Academic Stuff College, Aligar Muslim University (March, 1999)

3. Theoretical Physics Seminar Circuit, invited lecture given at Institute of Physics, Bhubaneswar (March 1999).

4. Invited talk in Perspectives in Nuclear Physics (60 years of Prof. L. Satapathy) Institute of Physics, Bhubaneswar (July 1999).

5. Invited talk in Workshop on Physics of Hadrons and Nuclei Physics, Saha Institute of Nuclear Physics. (Golden Jubilee year) (March 29-31, 2000).

6. Visit to IUCAA, Pune as Senior Associate (July 2000).

7. Continuing a Research grant, No. SP/S2/K18 Department of

Science and technology, New Delhi. Mr. Subharthi Ray and Mr. Kanad Ray are continuing their Ph. D. work.

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

(ক) পঠনপাঠন ঃ পড়াশুনায় বিভাগের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ বছর স্নাতক স্তরে ৭ জনের মধ্যে ৭ জন ও স্নাতকোত্তর স্তরে ২৫ জনের মধ্যে ২১ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। গত বছর থেকে উভয় স্তরেই নূতন পাঠক্রম চালু হওয়ায় ও ছাত্রসংখ্যা ৫০% বাড়ানোর ফলে শিক্ষকদের কাজের ভার ও দায়িত্ব অনেকটাই বেড়েছে। সুখের বিষয়, বিভাগীয় প্রধান ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর সৌহার্দ্যপূর্ণ নেতৃত্বে সকল শিক্ষক এই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছেন। ডঃ সত্যম্ কুণ্ডু, ডঃ শুক্লা মুখার্জী, ডঃ শাশ্বতী সিনহা, শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা, শ্রী রাহুল দত্ত ও শ্রীমতী চৈতী ব্যানার্জী সরকার প্রমুখ ছয় জন নূতন আংশিক সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এ বছর বিভাগে যোগ দিয়েছেন। এছাড়া, ডঃ সোমনাথ ব্যানার্জী (অধ্যক্ষ, উলুবেড়িয়া কলেজ), ডঃ বিশ্বনাথ মিত্র (প্রাক্তন অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ এনা রায় (বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ), ডঃ সত্যরঞ্জন সাহা (এই কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ) ও শ্রী তুষারকান্তি ঘড়া (এই কলেজের রাশিবিজ্ঞান বিভাগ) কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে সাম্মানিক ভাবে পাঠদান করে আমাদের বাধিত করছেন। প্রতি বছরের মত এবারও বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। ডঃ চক্রবর্তী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে মডারেটর ও কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্বও পালন করেন। মৌলানা আজাদ কলেজে আয়োজিত স্নাতক স্তরের নূতন পাঠক্রম সম্পর্কিত কর্মশালায় ডঃ চক্রবর্তী ভ্রূণতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন। ঐ কর্মশালায় ডঃ পীযূষকান্তি সাহা, ডঃ কমল কুমার ব্যানার্জী, ডঃ প্রবাল দে, ডঃ রূপেন্দু রায়, ডঃ নির্মল কুমার সরকার ও ডঃ নিমাই চন্দ্র সাহা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

(খ) গবেষণা ঃ বিভাগীয় প্রধান ডঃ চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষক স্বীয় ক্ষেত্রে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। এ বছর ডঃ সুজিত কুমার দাশগুপ্তের অধীনে শ্রীমতী শাশ্বতী সিনহা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যার অধীনে শ্রীমতি বাসুলি মৈত্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ডঃ নিমাই চন্দ্র সাহার অধীনে শ্রী ফাল্গুনী ভুঁইয়া কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ-ডি থিসিস্ জমা দিয়েছেন। ডঃ নির্মল কুমার সরকার ফেলো অফ্ ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ ল্যাণ্ডস্কেপ, ইকোলজি অ্যাণ্ড একিসিস্টিক্স্ (কলিকাতা) মনোনীত হয়েছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন শিক্ষক ও সহযোগী গবেষকদের গবেষণাপত্রাদি প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ নির্মল কুমার সরকার, ডঃ রূপেন্দু রায়, ডঃ প্রবাল দে ও শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা-এর গবেষণা একাধিক পত্রপত্রিকায় সমাদৃত হয়েছে। কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে প্রাণিবিদ্যায় বর্তমানে ফলিত গবেষণার সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হলেও ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী কিছুকাল যাবৎ বিবর্তনশাস্ত্র ও বাস্তুশাস্ত্রে তাত্ত্বিক গবেষণায় আগ্রহী হয়েছেন। বছরের প্রারম্ভে বিশ্বের জীববৈচিত্র্যে ঘাটতি সৃষ্টিতে মানুষের কার্যকলাপের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর একটি বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। অধুনা তিনি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার স্বরূপ বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছেন।

(গ) বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্রে যোগদান ঃ সপ্তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের জীববিজ্ঞানের অধিবেশনে চেয়ার-পার্সন নিযুক্ত হন ডঃ নির্মল কুমার সরকার। উক্ত বিজ্ঞান কংগ্রেসে ডঃ সরকার, ডঃ রূপেন্দু রায়, শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা ও শ্রী অঞ্জন গুহ গবেষণাপত্র পেশ করেন। ডঃ রূপেন্দু রায় কলিকাতা পৌরনিগম কর্তৃক আয়োজিত ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধ কর্মশালায় বক্তব্য পেশ করেন। ডঃ সুব্রত কুমার দে নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত "নিউ ফ্রন্টিয়ারস্ অফ্ হেভী আয়ন রেডিয়েশন বায়োলজী" শীর্ষক সেমিনারে গবেষণাপত্র পেশ করেন। ডঃ নির্মল কুমার সরকার শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ট্যানারী দূষণ সম্পর্কিত একটি কর্মশালায় বক্তব্য পেশ করেন। কলিকাতা জুলজিকাল সোসাইটি কর্তৃক একাধিক আলোচনাচক্রে যোগ দেন ডঃ পীযূষকান্তি সাহা, ডঃ কমল কুমার ব্যানার্জী, ডঃ প্রবাল দে, ডঃ রূপেন্দু রায় ও ডঃ নির্মল কুমার সরকার।

(ঘ) গবেষণা-বহির্ভূত বৈজ্ঞানিক রচনাদি প্রকাশ ঃ নেতাজি মুক্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের অংশবিশেষ রচনার কাজ করেছেন ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যা ও ডঃ রূপেন্দু রায়। ডঃ মিদ্যা প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক একটি পাঠ্য বই রচনা করেছেন। ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডঃ নির্মল কুমার সরকার ও আংশিক সময়ের শিক্ষক শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা-এর প্রবন্ধাদি 'সবুজ বার্তা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, দৈনিক 'কালান্তর' ও 'মুকুল' পত্রিকায় ডঃ নির্মল কুমার সরকারের রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

(ঙ) শিক্ষামূলক কাজকর্ম ঃ ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানবিকাশের উদ্দেশ্যে বিভাগে কয়েকটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডঃ কমল কুমার ব্যানার্জী, ডঃ প্রবাল দে, ডঃ রূপেন্দু রায় ও শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা-এর পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীগণ উড়িষ্যায় সিমলিপাল রিজার্ভ ফরেস্ট পরিভ্রমণ করে। শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা জুলজিকাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া আয়োজিত একটি পক্ষী-পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেন। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত গবেষণার কাজে ডঃ রূপেন্দু রায় ও ডঃ প্রবাল দে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সফর করেন। এই কলেজের "ক্যাম্পাস ডাইভার্সিটি ইনিশিয়েটিভ্ প্রোগ্রামে" সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যা। কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছেন ডঃ নিমাই চন্দ্র সাহা ও বিভাগীয় ছাত্রী শ্রীমতী মধুছন্দা মণ্ডল। এছাড়া, ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত "বায়োটেক্‌নলজি কারিকুলাম— প্রসপেক্টস্ অ্যাণ্ড চ্যালেঞ্জেস্ অ্যাহেড্" শীর্ষক একটি আলোচনাচক্রে ও মৌলানা আজাদ কলেজের স্নাতকোত্তর প্রাণিবিদ্যা বিভাগের আরম্ভানুষ্ঠানে যোগদান করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে বিভাগে কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় ল্যাবরেটরিগুলোতে স্থানাভাব, সরঞ্জামের অপ্রতুলতা, পাঠ্যপুস্তকের সীমিত সংখ্যা, আসবাবপত্রের স্বল্পতা, স্টোর-কীপার ও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান শ্রেণীর কর্মীপদ না থাকা বিভাগের বিভিন্ন স্বাভাবিক কাজকর্মের গতিকে কমবেশী ব্যাহত করে। এ বছর বিভাগের শিক্ষাকর্মী শ্রী গোপাল চন্দ্র নায়েক অবসর গ্রহণ করেন, আমরা তার সুস্থ অবসর জীবন কামনা করি। তাঁর শূন্যপদ এখনও পূরণ না হওয়ায় শিক্ষাকর্মীদের কাজের চাপ কিছুটা বেড়েছে। তবে, সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমেই বিভাগের সকল শিক্ষক-গবেষক-ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের এই বিভাগকে সর্বস্তরে আরও উন্নত করে তোলার লক্ষ্যে দৃঢ়সঙ্কল্প হতে হবে।

বাংলা বিভাগ

বাংলা বিভাগের পুনর্মিলন উৎসব পালিত হয়েছে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০০-এ। ওই অনুষ্ঠানে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি, শ্রুতি নাটক ও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'চন্ডালিকা' পরিবেশন করে। পরিকল্পনা, নৃত্য ও সঙ্গীত সমস্ত দিক থেকেই 'চন্ডালিকা' একটি স্মরণীয় নিবেদন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন, প্রাক্তনীরা স্মৃতিচারণ করেন। তাঁদের এবং আমন্ত্রিত অতিথি, অভ্যাগতদের অংশগ্রহণে, আলাপচারিতায়, খাওয়া-দাওয়ায়, দিনটি সুস্বাদু হয়ে উঠেছিল। বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পার্ট-ওয়ান এবং টু দুটি ক্ষেত্রেই গত বছরের তুলনায় ভাল ফল করেছে। পার্ট ওয়ানে দুজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। জানুয়ারি মাসের শেষে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁকে এবং ৯৯ এ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্তকে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা একটি মনোজ্ঞ বিদায় সংবর্ধনা জানিয়েছে। তারা যথারীতি পালন করেছে বিভাগীয় নবীনবরণ অনুষ্ঠান। অনেকগুলি পদ ফাঁকা থাকলেও, গত বছরে নতুন কোনও শিক্ষক যোগ দেননি। বর্তমানে ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করছেন।

ভূগোল বিভাগ

প্রেসিডেন্সি কলেজের 'ভূগোল বিভাগ' কালের গতিতে এবার একান্নতম বছরে পদার্পণ করল। ক্ষুদ্র অথচ ঐতিহ্যপূর্ণ এই বিভাগে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণ দেশ বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিভাগকে গর্বিত করেছেন। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের সমন্বয়ে শিক্ষণ, শিক্ষা গ্রহণ এবং গবেষণা সংক্রান্ত কর্মধারা আগের মতোই সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হচ্ছে। তাই, গ্রীষ্মকালীন ও শারদীয় অবকাশের দিনগুলিতেও বিভাগে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ব্যবহারিকক্ষেত্র শিক্ষণের জন্য দ্বিতীয়বর্ষ পাস্-কোর্সের ছাত্রদের নিয়ে বিগত মার্চ মাসে অধ্যাপক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ দত্ত বিহারের ঘাটশিলা-গালুডী অঞ্চলে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ষ সাম্মানিক ছাত্রদের নিয়েও এই দুই অধ্যাপক অক্টোবর মাসে পুরুলিয়ার অযোধ্যা-বাঘমুণ্ডি অঞ্চলে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করেন। একাজে ওঁদের সহযোগিতা করেছেন বিভাগেরই শিক্ষাকর্মী শ্রীবীরেন ব্যানার্জ্জী এবং শ্রীসুধাংশু শেখর দাস।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ আশীষ সরকারের অধীনে নদী-ভাঙন সম্পর্কে U. G. C. (Major) Research Project-এর কাজ প্রায় শেষ। জানুয়ারী মার্চ মাসের মধ্যে তমলুক্, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ ও টাকী অঞ্চলে শেষ পর্যায়ের ক্ষেত্র সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। অধ্যাপিকা ডঃ শাশ্বতী মুখোপাধ্যায় Environmental Quality of Calcutta বিষয়ে U.G.C. প্রকল্পের কাজ শুরু করেছেন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্যের অধীনে উত্তরবঙ্গের Alluvial Fan সম্পর্কিত U.G.C. গবেষণা-প্রকল্পের কাজও অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে। গত এপ্রিল মাসে অধ্যাপিকা শ্রীমতী ভট্টাচার্য NATMO পরিচালিত Digital Mapping and G.I.S. নামক বিশেষ কোর্সে যোগদান করেন।

বিভাগ থেকে বদলী হয়ে চলে গেছেন আমাদের প্রিয় শিক্ষাকর্মী শ্রীভোলানাথ পাল। ওঁর জায়গায় বেথুন কলেজ থেকে বদলী হয়ে এসেছেন শ্রীদিব্যেন্দু ঘোষ মহাশয়। U.G.C.

FIP স্কীমে অধ্যাপিকা শ্রীমতী ভট্টাচার্য গত নভেম্বর মাস থেকে এক বছরের ছুটিতে রয়েছেন। ওঁর শূন্য স্থানে সাময়িকভাবে নিয়োগের প্রচেষ্টা চলছে। গত নভেম্বর মাসে কলেজের গার্লস হোস্টেলের Non-Resident Superintendent হিসেবে যোগদান করেছেন শ্রীত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। বিভাগের অন্যতম শিক্ষাকর্মী শ্রীবীরেন ব্যানার্জী মহাশয় অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কলেজের Care Taker-এর কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

বিগত বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভাগে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিভাগের অধ্যাপকগণ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অন্যত্র বক্তৃতা করেছেন, নানা সেমিনারে যোগদান করেছেন এবং তাঁদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে (পরিশিষ্ট দেখুন)। বিভাগে Full-fledged P.G. Teaching-এর জন্য সরকারের নিকট যথাযথ প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী বছর থেকে বিভাগে M.Sc. পড়ানো সম্ভব হবে। অবশ্য তার আগে, বিভাগের সম্প্রসারণ কর্মসূচী অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে নেওয়া প্রয়োজন। মাত্র তিন্ কামরার বিভাগে পাস্, অনার্স ও পি জি পড়ানো রীতিমতো অসম্ভব। 1999 সালে অধ্যক্ষ মহাশয় এই বিভাগের জন্য যে ঘরগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সেগুলি অবিলম্বে বিভাগের অধীনে অর্পণ করা দরকার। সুষ্ঠু পঠন পাঠনের জন্য শূন্য-পদ পূরণ করা এবং স্নাতকোত্তর স্তরের জন্য আরো কিছু পদ সৃষ্টি করে নিয়োগ করা আশু প্রয়োজন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, গত আগষ্ট মাসের ১১ তারিখ রাতে কর্মরত অবস্থায় প্রাক্তন বিভাগীয়-প্রধান ও অন্যতম প্রিয় অধ্যাপক শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় অকস্মাৎ অমরলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। ৩০ শে সেপ্টেম্বর তাঁর অবসর গ্রহণের নির্দিষ্ট দিন ছিল। তাঁর মহাপ্রয়াণে বিভাগের সকলেই শোকস্তব্ধ। বিভাগের স্টোর, ল্যাবরেটরী ও সেমিনার-লাইব্রেরীর উনিই ছিলেন কার্য-নির্বাহক ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। ছাত্রদের আশু প্রয়োজন মেটাতে বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে সেমিনার লাইব্রেরী এবং স্টোরের Physical Verificaion চলছে।

গত নভেম্বর মাসের ২৫ তারিখে Geographical Institute ৩৬তম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই উপলক্ষে, TRAVERSE বাৎসরিক সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বহু প্রাক্তনী অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘোষিত হয়েছে যে, Geographical Institue, বিভাগের প্রথম অধ্যাপকের নামে Prof. N.R.Kar Memorial Book Prize ও N.N. Sen Memorial Book Prize আগামী বছর থেকে প্রদান করবে।

রসায়ন বিভাগ

ইং ১৮৭২ প্রতিষ্ঠিত কলেজের এই বিভাগটিতে পঠন-পাঠন, গবেষণা ও পাঠক্রম-সম্বন্ধীয় ও পাঠক্রম-বহির্ভূত কর্মসূচী বরাবরের মতই পূর্ণ উদ্দীপনায় ও সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে এ বছর স্নাতক পর্যায়ের পার্ট টু পরীক্ষায় ২৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ জন প্রথম শ্রেণীতে ও ৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে ৭ জন। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পার্ট ওয়ান ও পার্ট টুতে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীর ও প্রথম শ্রেণী পেয়েছে ২২ (মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯) ও ৭ জন (মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৩২) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় এ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের

সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হয়েছে। স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ৯ জন ছাত্র কানপুর আই আইটিতে, ৪জন মুম্বাই আই-আই-টিতে, ২জন চেন্নাই আই-আই-টিতে, ২জন খড়্গপুর আই-আই-টিতে ও ১জন বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিট্যুট্ অব্ সায়েন্স-এ ভর্তি হয়েছে।

এই বিভাগের অধ্যাপকের অধীন গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা ছয় ; এগুলির সঙ্গে ৮ জন পূর্ণ সময় ও সাতজন আংশিক সময়ের গবেষক ছাত্র যুক্ত আছেন। গবেষক সহকারী আছেন ১ জন। গবেষকদের মধ্যে ভৌত রসায়নে আছেন ৩ জন আর জৈব ও অজৈব রসায়নে যথাক্রমে ২ ও ৩ জন আছেন।

বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠনের সঙ্গে যে সব প্রখ্যাত শিক্ষক ও বিজ্ঞানী যুক্ত আছেন তাঁরা হলেন ঃ অধ্যাপক পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ স্বপন ব্রহ্ম, ডঃ অশোক ব্যানার্জী, অধ্যাপক মুক্তিময় চৌধুরী, ডঃ অরবিন্দ রাণা, ডঃ প্রয়াগ মণ্ডল, ডঃ অরুণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক মিহির চৌধুরী, অধ্যাপক দেবাশিস্ মুখার্জী, অধ্যাপক শঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক দেবশঙ্কর রায়, ডঃ সমিতী বসু, অধ্যাপক রাজকুমার মৈত্র, অধ্যাপক ব্রজেশ চন্দ্র সেন, ডঃ প্রিয়তোষ দত্ত, ডঃ রীণা ঘোষ, ডঃ আশিস্ নাগ, ডঃ বিভূতি মাজি, ডঃ মানস চক্রবর্তী, ডঃ মঞ্জু চক্রবর্তী ও ডঃ প্রবাল কুমার সেনগুপ্ত।

এই বিভাগে দুজন এমেরিটাস্ সায়েন্টিস্ট্ আছেন—অধ্যাপক হিমাংশু দাস ও অধ্যাপক মুকুল বিশ্বাস। তাঁরা গবেষণার সঙ্গে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ক্লাসও নেন।

গত ৪ সেপ্টেম্বর বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগে এক অতি মনোজ্ঞ নবাগত সম্বর্ধনানুষ্ঠানে স্বাগত জানায়। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সমস্ত শিক্ষার্থীর সমবেত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি বিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ২০০০-এর জুলাই মাসে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা উদ্যোগী হয়ে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বিদায় জানাতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি বিশেষ মর্যাদাময় হয় বিদায়ী ছাত্রদের আন্তরিক বক্তব্য-পেশে ও অনুজ ছাত্রদের ও শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের সস্নেহ প্রীতিসম্ভাষণে।

এ বছর কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ প্রানেশ কুমার সেনগুপ্ত ও শিক্ষাকর্মী রমেশচন্দ্র ঘোষ। অধ্যাপক সেনগুপ্তকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে বিভাগ ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয় ৪ঠা ডিসেম্বর—এক আন্তরিক প্রীতি সম্মিলনীতে।

এই শিক্ষাবর্ষের ১১ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ আমন্ত্রণমূলক আন্তঃবিদ্যালয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এতে অংশগ্রহণ করে সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ, স্কটিশচার্চ কলেজ, বেলুড় বিদ্যামন্দির, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়, বেথুন কলেজ, লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ ও আশুতোষ কলেজ। বিজয়ী হয় কলকাতার সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ। টাইব্রেকারে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হয় লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ ও তৃতীয় হয় আশুতোষ কলেজ।

১১ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এক অতিগুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র। বিষয় Recent Trends In Chemistry : Structural and Functional Aspects। এ বছর বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক ও কলেজের ভূতপূর্ব উপাধ্যক্ষ ও অস্থায়ী অধ্যক্ষ ও পরে পাকিস্তান ও

বাংলাদেশের সুখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও জাতিগঠক অধ্যাপক ডঃ মহম্মদ কুদ্‌রত এ খুদার শতবর্ষ। তাই এই আলোচনাচক্রটি তাঁর নামে চিহ্নিত করা হয়। এর সহ-সংগঠক ছিল কলেজের প্রাক্তনী সংসদ। কলকাতা বোস ইন্‌স্টিটুটের অধ্যাপক সিদ্ধার্থ রায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালোরের ইণ্ডয়ান ইন্‌স্টিট্যুট অব্ সায়েন্সের অধ্যাপক উদয় মৈত্র ও খড়্গপুরের আই-আই-টির অধ্যাপক অমিত বসাক বক্তৃতা দেন। তাঁদের বিষয় ছিল যথাক্রমে Protein nucleic acid interaction in post-genomic era : a personal view, Modern trends in biochemistry research—application in reambinant DNA technology, From Serendipity to Rational Design : Chirality Amplification with an organogelator, Role of Radicals in Chemistry and Biology.

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সঞ্চালকের আসনে ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক মিহির চৌধুরি ও অধ্যাপক পরিমল কৃষ্ণ সেন। প্রারম্ভিক অধিবেশনে আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা অধ্যাপক পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ও ডঃ খুদার জীবন-সাধনা-গবেষণা-কর্মপ্রচেষ্ঠার সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দকে অবহিত করেন ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। বিভাগীয় প্রধান ডঃ সঞ্জীব ঘোষ স্বাগত-ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক শৈলেন বল। ধন্যবাদ দেন অধ্যাপক অচিন্ত্য কুমার সরকার। শীতের সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান যখন শেষ হয় তখনও বক্তৃতাকক্ষ শ্রোতায় পূর্ণ। এতেই বোঝা যায় যে অনুষ্ঠানটি কতটা সার্থক হয়েছিল।

শিক্ষকমণ্ডলীর পরিবর্তনের মধ্যে আছে ডঃ প্রবালকুমার সেনগুপ্তর অবসর গ্রহণ ও ডঃ দেবকুমার মিত্রর বদ্‌লি হয়ে দার্জিলিং সরকারী কলেজে যোগদান। এঁদের পরিবর্ত শিক্ষক এখনও পাওয়া যায়নি। শিক্ষাকর্মী শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষের অবসর নেওয়ার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ ১৩ ই মে, ২০০০ কলকাতায় আশুতোষ কলেজে অনুষ্ঠিত Teaching of Chemistry at the undergraduate level শীর্ষক কর্মশালায় বক্তৃতা দেন। উক্ত কর্মশালায় প্রথম অধিবেশনে 'বিশেষজ্ঞের আলোচনা'-য় অন্যতম বিশেষজ্ঞ ছিলেন অধ্যাপিকা স্নিগ্ধা গঙ্গোপাধ্যায়। অপরাধকালীন অধিবেশনের 'অজৈব রসায়ন শাখায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ বলাইচাঁদ কুণ্ডু ও বিশেষজ্ঞের বক্তৃতা দেন ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। ডঃ সুবীর দত্ত, ডঃ উদয়চাঁদ ঘোষ, ডঃ সনৎ সাহা, ডঃ গুরুচরণ মুখার্জী আলোচনাচক্রে যোগ দেন। ডঃ উদয়চাঁদ ঘোষ ও ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত ১৫-১৮ নভেম্বর, ২০০০ হরিদ্বারের গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ৩৭তম Convention of Chemists-এ দু'টি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রিত হন। তাঁরা ১৯ ডিসেম্বর, ২০০০ যাদবপুরস্থ Indian Institute of Chemical Biology-তে অনুষ্ঠিত Role of Plants in Pollution Control—শীর্ষক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। ডঃ উদয়চাঁদ ঘোষ ২৮ ফেব্রুয়ারি—১মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সপ্তম West Bengal State Science and Technological Congress-এ যোগ দেন। ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ২৯-৩১ অক্টোবর, ২০০০-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত Compus Diversity Initiative-এর অংশবিশেষ 'Faculty Workshop for Partnership Colleges-এ সক্রিয়

অংশগ্রহণ করেন ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। তিনি ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে কলকাতায় আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইন্‌স্টিট্যুটে অধ্যাপক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্মরণ আলোচনাচক্রতেও যোগ দেন। Artificial reservoir triggered Earthquakes-এও যোগ দেন। বর্তমান বছরে এ বিভাগে গবেষণারত দু'জন ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ্‌-ডি ডিগ্রীর জন্য গবেষণাপত্র দাখিল করেছে। এঁদের দুজনেরই গবেষণা নির্দেশক ছিলেন অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ। শীর্ষক দুটি হল ঃ

(1) Optical spectroscopic studies of naphlthalene linked crown ether lanthanide metal ionics cemplexes : সুরজিৎ ভট্টাচার্য

(2) Optical emission spectroscopy applied to several proteins, polypeptides and organised assemblies : শম্পা মণ্ডল।

রাশিবিজ্ঞান

এই শিক্ষাবর্ষেও বিভাগীয় শিক্ষকেরা অধ্যাপনা ও গবেষণার সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন।

বিভাগের পরীক্ষার ফলও যথারীতি ভাল (পরিশিষ্ট ১দ্রঃ)।

এবছর ডঃ দেবেশ রায় হলদিয়া গভর্ণমেন্ট কলেজে বদলি হয়ে গেছেন এবং ডঃ অসিত বরণ আইচ কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে এ বিভাগে এসেছেন। তবুও বিভাগে একটি শিক্ষকপদ খালি রয়েছে। অবশ্য প্রাক্তন ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ সুগত সেন রায়, ও আগরতলা এম বি বি কলেজের রাশিবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক অরবিন্দ হোড় আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন। দুই প্রাক্তন ছাত্র, NSSO-র শ্রীপূর্ণেন্দু ব্যানার্জি ও শ্রীশান্তনু গুপ্তও বিভাগের কিছু ক্লাস নিয়েছেন।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিশ্বনাথ দাস ভারতীয় মানব সংস্থার রাশিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কয়েকটি কমিটি ও সাবকমিটির সদস্য হিসেবে বহু বছর ধরে সংস্থাটির কাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত আছেন এবং কয়েকটি বিষয়ে জাতীয় স্টার্ন্ডাড প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

রাশিবিজ্ঞানের স্নাতকপূর্ব সিলেবাস আধুনিকীকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত সর্বভারতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটিতে ডঃ দাস সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

২৬-২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় রাশিবিজ্ঞানের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সংগঠনে তিনি যুক্ত ছিলেন। ৩০ ডিসেম্বর ২০০০-এর ৩রা জানুয়ারী ২০০১ নয়া দিল্লীতে আর একটি অনুরূপ সম্মেলনের একটি সেশন সংগঠনের দায়িত্বেও তিনি ছিলেন। দুটি সম্মেলনেই তিনি একটি করে গবেষণাপত্র পাঠ করেন। তিনি নিচের কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করেন ঃ

(১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ আয়োজিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য রিফ্রেশার্স কোর্সে বক্তৃতা ঃ ৯মার্চ ২০০০

বিষয় ঃ Categorical Data Analysis.

(২) Forum for Interdisciplinary Mathematics (USA) এবং IAPQR-এর

যৌথ উদ্যোগে Central Glass and Ceramics Research Institute (যাদবপুর)-এর কর্মশালায় বক্তৃতা ঃ ১৪ আগস্ট ২০০০

বিষয় ঃ Statistical Methods for Quality Improvement.

(৩) IAPQR আয়োজিত CESC-র কর্মশালায় বক্তৃতা ঃ ১৬ নভেম্বর ২০০০

বিষয় ঃ 7 Tools for SPC.

ডঃ দাস Indian Association for Productivity Quality and Reliability (IAPQR)-এর যুগ্ম সম্পাদক পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে যুক্ত আছেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা 'প্রাতিভাসিক'-এর সম্পাদনার দায়িত্বে এবছরও আছেন ডঃ দাস।

ডঃ অসিত বরণ আইচ গত ১৪-১৬ অগস্ট IAPQR ও *interdisciplinary Mathematics* (USA) আয়োজিত 'Statistical Methods for Quality Improvement' বিষয় কর্মশালার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।

শ্রীতুষারকান্তি ঘড়া গত ১৬-১৯ মার্চ ঔরঙ্গবাদে 'Research and Evaluation Meet'-এ যোগ দেন। এবছর তিনি কয়েকটি সংস্থার সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন—

(a) Research Advisory Group, WBDPEP ;

(b) Co-ordination Committee, House to House Survey, WBDEP ;

(c) Holistic Plan for 'Jharkhand' for SHAPE, Calcutta.

শ্রীঘড়া এবছর WBDEP (State Project Office)-এর নিম্নোক্ত গবেষণা সমূহেও সহযোগিতা করেছেন—

(1) Critical Analysis for DISE-Data—A Project Report.

(2) Infrustructural Study of Certain Schools of the District of North 24-Parganas, Burdwan, Hooghly, Howrah, Nadia—A Statistical Analysis.

(3) Statistical Analysis of Mid-term Assessment Surmey for Existing Districts.

(4) Statistical Analysis of Base-Line Assessment Survey for Expansion of Districts.

(5) Subject-wise Study on Mas Data.

প্রতি বছরের মত এবার কলেজে ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনায় এই বিবাগের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এর জন্য ডঃ বিশ্বনাথ দাস ও শ্রীঅসীম শঙ্কর নাগ রূপায়িত 'পার্সেন্টাইল ইকুইভ্যালেন্স' পদ্ধতি এবং শ্রীনাগ ও শ্রীতুষার কান্তি ঘড়ার বিভিন্ন বিভাগকে কমপিউটারাইজড অ্যাডমিশন পদ্ধতির প্রয়োগে অকুণ্ঠ সাহায্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

শ্রীদীপংকর বসু যথারীতি বাৎসরিক ছুটির তালিকা তৈরী করেছেন। বিভাগীয় শিক্ষকদের আয়কর সংক্রান্ত পরামর্শেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০০ বিভাগের 'সহস্রাব্দ পুনর্মিলন' অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে তিনি কৃতী প্রাক্তনীকে রাশিবিজ্ঞান জগতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এঁরা হলেন—

(১) প্রোফেসর জয়ন্ত কুমার ঘোষ—

Recipient of SS Bhatnayar Award (1981) and Prof. Mahalanobis Birth Centernary Award (1908) ; President, International Statistical Institute (1993-95) ; P V Sukhatme Prize for Statistics (2000).

(২) প্রোফেসর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি—

Recipient of Prof. Mahalanobis Birth Centenary Award (2000) ; President, Asia-Pacific Federation of Operational Research Societies (AFORS) (2001-2003)

বিষয় ঃ Statistical Methods for Quality Improvement.

(৩) প্রোফেসর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি—

Recipient of SS Bhatnayar Award (2000).

এই উৎসবে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় (পরিশিষ্ট ৫দ্রঃ)। একটি ফোটোগ্রাফ প্রদর্শনী ও ক্রিকেট ম্যাচও হয়। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও যোগ দেন শ্রীজগন্নাথ বসু ও শ্রীমতী ঊর্মিমালা বসু।

এই কলেজের একমাত্র রাশিবিজ্ঞান বিভাগেরই একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে, যার ঠিকানা ঃ

http:ll megspace.com/education/statpce/home.htm

এই ওয়েবসাইটে বিভাগের যাবতীয় তথ্য—এর ইতিহাস, অতীত ও বর্তমান শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীদের বিবরণ, কর্মতালিকা ইত্যাদি পাওয়া যাবে. পুনর্মিলন বা আলোচনা চক্র জাতীয় অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ছাত্রী-ছাত্রীদের সঙ্গে যোগস্থাপনেও এর ভূমিকা অনবদ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

অধ্যাপক দীপক দাশগুপ্তের প্রশিক্ষণে কলেজের নির্বাচিত ছাত্রীছাত্রীবৃন্দ Youth Parliament অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে স্নাতক (সাম্মানিক) পার্ট-II পরীক্ষায় ১জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং সদ্যসমাপ্ত স্নাতক (সাম্মানিক) পার্ট-I পরীক্ষায় ৩জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবং শতকরা পঞ্চান্নের ওপর নম্বর পেয়েছে অনেকজন।

শারীরবিদ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মানের নিরিখে দুহাজার শিক্ষাবর্ষে এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল অত্যন্ত প্রশংসার্হ। ঘটনাটি বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী—

সকলের জন্যই সমান কৃতিত্বের এবং উৎসাহ সঞ্চারক। বি.এস.সি.-পার্ট টু পরীক্ষায় সর্বমোট দশজনের মধ্যে দশজনই সাম্মানিক প্রথম শ্রেণী পেয়েছে এবং পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় সর্বমোট দশজনের মধ্যে সাতজন সাম্মানিক প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রবেশিকা পরীক্ষার ভিত্তিতে চব্বিশজন ছাত্রছাত্রীকে প্রথমবর্ষে ভর্তি করা হলেও, দশ-বারোজনের বেশী ছাত্রকে তৃতীয় বর্ষে পাওয়া যায় না। অর্ধেকেরও অধিক ছাত্র জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলিতে সুযোগ পেয়ে চলে যায়। এতে সরকারের আর্থিক অপচয় যেমন হয়, তেমনি শিক্ষকদের দেড়-দুবছরের আন্তরিক সচেষ্টতারও কোন মূল্য থাকে না। এ ব্যাপারে সঠিক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন দীর্ঘদিন অনুভূত হলেও, কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এখনো কর্তৃপক্ষ নিতে পারেন নি।

স্নাতকোত্তর পর্যায়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এ বিভাগের সর্বমোট ন' জনের মধ্যে সকলেই এম.এস.সি.-পার্ট-টু পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এম.এস.সি.-পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় এগারোজনের মধ্যে সকলেই প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে। উল্লেখ্য, এম.এস.সি-পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানটিও এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অধিকৃত।

বিভাগের শিক্ষণ-ব্যবস্থা যে বিষয়গুলির ওপর স্বাভাবিক কারণেই নির্ভরশীল, সেই শিক্ষক-সংখ্যা, ব্যবহারিক শিক্ষণসংক্রান্ত কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শূন্যস্থানে লোক নিয়োগ না হওয়া ও তদুপরি কাজে অনিয়মিত হাজিরা, শ্রেণীকক্ষগুলির প্রতিদিন খোলা এবং বন্ধ করার ব্যাপারে চরম অনীহা ও উদাসীনতা, বিভাগের স্থানাভাব, শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক শ্রেণীকক্ষের যৌথভাবে ব্যবহার, ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারযোগ্য কোন টয়লেটের ব্যবস্থা বিভাগে না থাকা ইত্যাদি, এসব নিয়ে প্রতিবছরেই এই বিভাগীয় সংবাদে লেখা হয়। সুতরাং অনেকের কাছেই, যারা এ বিভাগীয় সংবাদ খেয়াল করে পড়েন, একথাগুলি নিছকই অর্থহীন পুনরাবৃত্তি।

বিভাগের শূন্যপদ—চার। পাঁচ-ছয় বছর হল, বহুবার শিক্ষাদপ্তর ও শিক্ষা আধিকারিকের দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও এর কোন সুরাহা হয়নি—শূন্যপদে কোন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। এ ব্যাপারে সরকারের চরম উদাসীনতা দুঃখজনক। সম্প্রতি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যসূচীর আমূল পরিবর্তনের প্রতিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক সংখ্যা ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব বারবার অনুভূত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলের বিচারে যদিও এ বিভাগের শিক্ষণের উৎকর্ষতা প্রশ্নাতীত, কিন্তু অপ্রতুল শিক্ষক সংখ্যার জন্য পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যসূচীগুলির কতটা সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে ছাত্রদের কাছে উপস্থাপিত করা সম্ভব হচ্ছে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। উল্লেখ্য, এ বিভাগের কৃতী ছাত্রছাত্রীরা দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন নামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়বার এবং গবেষণা করার সুযোগ পাচ্ছে, যা প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও সুনামের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সাহায্য করছে।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা ক্ষেত্র সমীক্ষণ (Field study) সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুবাদ না থাকায় অনুষ্ঠিত হতে পারে না। স্নাতকপর্যায়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অক্টোবরের ৩০ হ'তে নভেম্বর ১৪, ২০০০ পর্যন্ত অধ্যাপিকা অমৃতা ব্যানার্জি (মৈত্র) ও অধ্যাপক সুজয় দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করেন। কোটায় অবস্থিত পরমাণু তাপকেন্দ্রে তাপ-উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণাগার, ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পোখরাণে পরমাণু বিস্ফোরণ স্থলটির নিকটবর্তী এক গ্রামে গ্রামবাসীদের বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় দিগগুলির (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস জনিত, রক্ত-সম্বন্ধীয় ও নৃতত্ত্বমূলক শারীরিক পরিমাপ) পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা, তার ওপর ক্ষেত্র সমীক্ষণ করে। এই ক্ষেত্রসমীক্ষণের ফলাফল-সংবলিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, প্রত্যেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট-টু পরীক্ষায় পাঠ্যসূচীর আবশ্যিক অংশ হিসেবে জমা দেবে।

বিভাগের দেয়াল-পত্রিকা "প্রাচীরিকা"-র প্রকাশনা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় নিয়মিতভাবেই হচ্ছে।

বিভাগের অন্যান্য যে অসুবিধাগুলির আশু প্রতিকার দরকার, সেগুলি হল ব্যবহারিক শ্রেণীকক্ষে গ্যাসের অসরবরাহজনিত এবং শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা। সুখের কথা, পঞ্চাশের দশকে এই বিভাগের অন্তর্গত যে অংশটি রাশিবিজ্ঞান বিভাগকে সাময়িকভাবে কাজ চালানোর প্রয়োজনে দেয়া হয়েছিল, তা পুনরায় হস্তান্তর হবার কথা গত দু-বছর ধরে হচ্ছে। আশা করা যায়, রশিবিজ্ঞান বিভাগ তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো যত শীঘ্র সম্ভব নবনির্মিত বিল্ডিং -এ স্থানান্তরিত হবে এবং এই বিভাগের প্রতি সুদীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাসের অবসান ঘটবে। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্সি কলেজে স্নাতকস্তরে শারীরবিদ্যা পঠন-পাঠনের ১০০ বৎসর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানের পূর্বেই যাতে এই বিভাগটির হস্তান্তর ঘটে, এ প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষকে অবিলম্বেই একটি স্মারণলিপি এই বিভাগের পক্ষ থেকে দেয়া হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের আর্থিক অনুদানে বিভাগের গবেষণার কাজ অধ্যাপক চন্দন মিত্রের তত্ত্বাবধানে অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বর্তমান আর্থিক অনুদানের শেষ কাজের রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। নতুন অনুদানের আবেদনপত্র শীঘ্রই জমা দেয়া হবে। শ্রীমতী শ্রাবণী চন্দ অধ্যাপক মিত্রের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বছরের সেপ্টেম্বরে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। অপর ছাত্র নজরুল ইসলামও গবেষণা প্রবন্ধ জমা দিয়েছেন। বর্তমানে আরো সাতজন ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক মিত্রের তত্ত্বাবধানে পি.এইচ.ডি-র কাজ করছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ' আয়োজিত শিক্ষকদের পুনরুৎসাহিত করার কার্যক্রমে অধ্যাপক মিত্র "শারীরিক পীড়ন, তা মেনে নেবার শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থা ও প্রতিকার" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন।

গত ২৩শে নভেম্বর, ২০০০ বিভাগের প্রাক্তণ অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবাদ প্রতিম শারীরবিদ্যার শিক্ষক ও গবেষক ডঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ৯০তম জন্ম বর্ষের শুভ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ও বর্তমান—সব বয়সের ছাত্রছাত্রীরাই

এক আনন্দ-ঘন অনুষ্ঠানে এই বিভাগে ওঁনার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও অধ্যাপক ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ। বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, গবেষক, বিজ্ঞানী ও শারীরবিদ্যা বিষয়ের প্রাক্তণ ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডঃ নিতাই চরণ মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ওঁনার শতায়ু কামনা করেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "ফেলে আশা দিন" প্রকাশ করেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একই আঙ্গিকে কিন্তু ইংরেজীতে আর একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "The days I left behind"—এ বছরের মাঝামাঝি প্রকাশ করেছিলেন অধ্যাপক ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর আর্গোনমিক্স সংস্থাটির কার্য দপ্তর এ বিভাগে স্থানান্তরিত হল। ১২ই মে ২০০০ সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'আর্গো এশিয়া' এবং এই সংস্থা ২০০১ সালের ডিসেম্বরে "ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ হিউম্যানাইজিং ওয়ার্ক এণ্ড ওয়ার্ক এ্যানভাইরনমেন্ট" শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর আর্গোনমিক্স', 'আন্তর্জাতিক আর্গোনমিক্স সোসাইটি' এবং 'দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আর্গোনমিক্স সেসাইটির' সক্রিয় সদস্য। বিভাগীয় প্রধান চন্দন মিত্র রবীন্দ্র মুক্তবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজিত পাঠ্যসূচী পরিবর্ধন ও পরিমার্জন-সংক্রান্ত একাধিক আলোচনা চক্রে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে তিনি পাঠ্যসূচী পরিমার্জনের এক কর্মশালায় কাজ করেন। স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রাজ্যভিত্তিক স্নাতকস্তরে সাম্মানিক ও সাধারণ শারীরবিদ্যা পাঠ্যসূচীর প্রবর্তনের আলোচনা চক্রে এবং প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সমাজতত্ত্ব

বিভাগীয় অধ্যাপক সংখ্যার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও প্রাক্তণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা এসে প্রায় নিয়মিতভাবে আমাদের বিভাগে পড়িয়ে যান। ফলে পঠন-পাঠনের মান বজায় রাখা গেছে। পার্ট-টু পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম (২ জন) হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীরা একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারেও দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্স, জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ও পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান করে নিতে পেরেছে। পার্ট-ওয়ানের ফল মোটামুটি সন্তোষজনক।

বিভাগের বহু প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য গিয়েছে। United Nations Development Project-এ কর্মরতা বিভাগের প্রাক্তণ কৃতী ছাত্রী মনদীপ কাউর জানেজা 'Adolescents in India' নামক একটি বই

লিখেছেন। অপর কৃতী ছাত্রী শ্রীমতী রুচিরা গোস্বামী West Bengal Turidical Univeristy-তে সমাজতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপিকা হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক আগের মতোই ঘনিষ্ঠ রয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারেও সকলে মিলে আমরা ঝাড়গ্রাম-সুবর্ণা-মুকুটমণিপুর বেড়িয়ে এসেছি।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রশান্ত রায় এবং অধ্যাপিকা ডালিয়া চক্রবর্তী ক্যাম্পাস ডাইভার্সিটি ইনিশিয়েটিভের অন্তর্গত প্রেসিডেন্সি কলেজ ও আশুতোষ কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত Faculty Development Programme-এ অংশ নিয়েছেন। ১৯৯৩-৯৬ সালের ছাত্র শ্রী কৌশিক বসু তার পরীক্ষার ফল, চরিত্র, আচরণ ও সমাজকল্যাণকর কাজের জন্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির দেওয়া স্বর্ণপদক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে পেয়েছে।

হিন্দি বিভাগ

এ বছর হিন্দী বিভাগের ষষ্ঠদশ বর্ষপূর্তি হল। বিভাগের পরীক্ষাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। পার্ট-টু সাম্মানিক পরীক্ষায় ৭ জন এবং পাট-ওয়ান সাম্মানিক পরীক্ষায় ৫ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সরকারের কাছে হিন্দী বিভাগে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন প্রবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। ১৫ জন ছাত্র স্নাতকোত্তরে ভর্তি হয়েছেন।

বিভাগের প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ ও গ্রন্থাগারের জন্য মোট ৮০ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে গ্রন্থনার খাতে ১৭ হাজার ও শিক্ষোপকরণ খাতে ৪ হাজার টাকা পাওয়া গেছে।

প্রতি বুধবার বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগার নিয়মিত খোলা হচ্ছে। পূর্বের তুলনায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভাগের নিজস্ব প্রাচীর পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমানে স্নাতকস্তরে বিভাগের আসন সংখ্যা ২৫। ছাত্রছাত্রী এবং আভিভাবকরা আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করছেন। মনে হয় আগামী বছর শিক্ষাবর্ষে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে।

অর্থাভাবে এ বছর কোনও আলোচনা-চক্র আয়োজন করা যায় নি। যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বিভাগে এসেছেন।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুব্রত লাহিড়ীর সম্পাদনায় পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী আকাদেমী "গ্রাম বাঙলা কী হিন্দী কাহানিয়াঁ'চ প্রকাশ করেছে। ন্যাশানাল বুক ট্রস্টের অনুরোধে তিনি বর্তমানে সুজান সিংহের পাঞ্জাবী গল্পের বাঙলা অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছেন।

ডঃ লাহিড়ী কেন্দ্রীয় অনুবাদ ব্যুরোতে হিন্দী ভাষা ও অনুবাদ বিষয়ে চারটি বক্তৃতা প্রদান করেছেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের হিন্দী পাঠ্যপুস্তক রচনা সমিতিতে বিষয় বিশেষজ্ঞ রূপে আমন্ত্রিত হন এবং প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তক রচনার পরামর্শ প্রদান

করেচেন। নেপালী ভাষার পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজেও বিষয় বিশেষজ্ঞ রূপে অংশগ্রহণ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী আকাদেমী আয়োজিত 'জাতি বিমর্শ ও হিন্দী সাহিত্য' বিষয়ক জাতীয় আলোচনাচক্রে "মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্য ও জাতি বিমর্শ' গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।

ডঃ এ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকরূপে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক শিউনাথ পাণ্ডে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. উপাধি আর্জন করেছেন। ডঃ পাণ্ডে হিন্দী বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'হিন্দী সাহিত্য কে পঞ্চাশ বর্ষ', সাবিত্রী গার্লস কলেজ আয়োজিত 'হিন্দী ভাষা ঔর সাহিত্য কী উচ্চশিক্ষা'-বিষয়ক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক কার্যালয় আয়োজিত "রাজভাষা'-বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'ইস বর্ষ কা হিন্দী সাহিত্য'-বিষয়ক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী আকাদেমী প্রকাশিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তাঁর 'স্বাতন্ত্রোত্তর কথা সাহিত্য মে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী স্বর' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ক্রীড়া বিভাগ

সাল তামামীর হিসেব অনুযায়ী শারীর শিক্ষা বিভাগের কর্মকাণ্ডের শুরু ১৯৯৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখ থেকে। ঐ দিন অনুষ্ঠিত হয় কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা অন্যান্য বছরের মতনই। ছাত্র/ছাত্রীদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ এক উৎসবের আকার ধারণ করে। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দীপক রুদ্র (আই.এ.এস.)। এই কলেজেরই একজন প্রাক্তনি। এই প্রতিযোগিতার মুখ্য আকর্ষণ ছিল পুরুষ বিভাগ এবং মহিলা বিভাগের দড়ি টানা-টানি। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত চাম্পিয়ন ঘোষিত হয় দর্শন বিভাগ ৩য় বর্ষের ছাত্র শ্রী শীর্ষেন্দু ঘোষ এবং মহিলা বিভাগে ব্যক্তিগত চাম্পিয়ন হিসাবে ঘোষিত হয় গণিত বিভাগ ১মে বর্ষের ছাত্রী শ্রীমতি মুক্তা সাহা।

গত ১৫ই জানুয়ারী ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রদের মিলন মেলা—ফেস্টিভ ক্রিকেট। এই খেলায় খেলোয়াড়ী মানসিকতা যতটা তার চেয়ে বেশি কাজ করে প্রাক্তণ ছাত্রদের মহামিলনের আবেগ। এই সুযোগে তাঁরা নতুন করে ঝালিয়ে নেন তাঁদের পুরণো সম্বন্ধটাকে। এবছর প্রায় ৩৫জনের মত প্রাক্তন ছাত্র সমবেত হয়েছিলেন এই খেলায়। খেলা শেষে যখন চলে যান তখন সকলের মুখেই অতীতকে ফিরে হারানোর এক করুণ আর্ত্তি—সেই সঙ্গে অবশ্যই ছিল পুনর্মিলনের প্রতিশ্রুতি।

এর পরই আমাদের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। প্রথম খেলা ছিল দক্ষিণ কোলকাতা 'ল' কলেজের সাথে। কিন্তু উক্ত কলেজ নির্ধারিত সময়ে মাঠে উপস্থিত হতে না পারায় আমাদের কলেজ

ওয়াকওভার পায়। পরবর্তী খেলা নেতাজীনগর ডে কলেজের সঙ্গে। খেলায় আমাদের কলেজ পরাজিত হয়।

এর পরই আমাদের কলেজ অংশগ্রহণ করে আন্তঃ সরকারী কলেজ ক্রীড়া-টেবিল টেনিস এবং ফুটবল প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা চূড়ান্ত পর্বের খেলায় হুগলী মহসীন কলেজের কাছে পরাজিত হয়ে রানার্স আপ সম্মান এবং পুরস্কার অর্জন করে। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এই প্রতিযোগিতায় ফুটবল খেলায় আমাদের ছেলেরা সংস্কৃত কলেজের ছেলেদের ১-০ গোলে পরাজিত করে। পরে কৃষ্ণনগর সরকারী মহবিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে পরাজিত হয়।

একই প্রতিযোগিতায় ক্রীড়া (sports) বিভাগেও আমাদের ছাত্র/ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। যদিও তারা কোনো পদক অর্জন করতে পারেনি।

এর পরই অনুষ্ঠিত হয় আমাদের আন্তঃ বিভাগীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে। এই প্রতিযোগিতায় কতগুলি বিভাগকে একত্রিত করে একটি দল বা গ্রুপ তৈরি হয়। এই রকম চারটি দল বা গ্রুপ তৈরি হয়। অর্থাৎ 'এ', 'বি', 'সি' এবং 'ডি' গ্রুপ। এই প্রতিযোগিতায় 'এ' দল 'বি' দলকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে চাম্পিয়ন হয়।

সেপ্টেম্বর ২০০০ সালেই অনুষ্ঠিত হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃ মহাবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযেগিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলা রাণী সদয় কলেজের বিরুদ্ধে আমাদের ছাত্ররা ওয়াকওভার পায়। পরবর্তী খেলা শোভারাণী মেমোরিয়াল কলেজের বিরুদ্ধে আমাদের ছাত্ররা পরাজিত হয়।

কলেজে আন্তঃবিভাগীয় টেবিল-টেনিসে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে। প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

আন্ত বিভাগীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হয় সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে। ডাবল্‌স প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় শ্রী অরুণ রায় (গণিত ২য় বর্ষ), এবং প্রণবেশ বিশ্বাস (ফিজিক্স ৩য় বর্ষ)। বিজিত শ্রী অরিন্দম মন্ডল (ফিজিক্স ৩য় বর্ষ) এবং ভাস্কর পাল (গণিত ২য় বর্ষ)। মহিলাদের সিঙ্গল্‌স ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় হৈমন্তী চক্রবর্তী (ইতিহাস ৩য় বর্ষ) এবং বিজিতা শ্রেয়া চক্রবর্তী (ফিজিক্স ২য় বর্ষ)। দলগত (ডাবল্‌স) বিভাগে বিজয়ী হয় হৈমন্তী চক্রবর্তী (ইতিহাস, ৩য় বর্ষ) এবং শ্রেয়া চক্রবর্তী (ফিজিক্স, ২য় বর্ষ)। বিজিতা সঞ্চারী সুর (সমাজবিদ্যা বিভাগ ৩য় বর্ষ) এবং সোহনী দাশগুপ্তা (ইতিহাস ২য় বর্ষ)।

এই শিক্ষাবর্ষে বিভাগীয় চাম্পিয়নের সম্মান অর্জন করে গণিত বিভাগ।

গ্রন্থাগার

২০০০ এর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত গৃহীত হিসাবে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৭০,৩০৭ এবং বাঁধানো পত্রিকার সংখ্যা ২০,১০৭। এ ছাড়া যে সমস্ত পত্রপত্রিকা

বাঁধানো প্রয়োজন সেগুলির সংখ্যাও প্রচুর। ১৯৯৯-২০০০ সালে কেনা বই ও পত্রিকার সংখ্যা যথাক্রমে ৬৫০৪ ও ৪৭৮। আলোচ্য বর্ষে ৭৫টি গ্রন্থ, পত্রিকা ও পুস্তিকা উপহারস্বরূপ পাওয়া গেছে।

১৯৯৯-২০০০ তে ব্যবহৃত গ্রন্থসংখ্যা ২,০১,৮৭৪। তার মধ্যে বাড়িতে ব্যবহার হয়েছে ৩৫,৪৫৬টি গ্রন্থ। বিভিন্ন বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরিতে পাঠানো গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ২০৪।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৯২৫। বহিরাগত বিশেষ ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৮৫।

বিগত কয়েক বছরে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যেমন বেড়েছে সেই সঙ্গে বেড়েছে বিভিন্ন বিভাগে গবেষণামূলক কাজকর্ম, বেশ কয়েকটি বিভাগে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছে, ফলে গ্রন্থাগারে কর্মতৎপরতা বহুগুণ বেড়ে গেছে। বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মীর অভাব গ্রন্থাগার পরিসেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। বিষয়টির গুরুত্ব জানিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের আবেদন করা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থাগারে বই, সেলফ্ ও আলমারি নিত্য ঝাড়পোছের ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজনীয়। এই কাজের জন্য অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের আবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট বহুদিন ধরে করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার পরিসেবার আধুনিকীকরণের কাছ অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে লক্ষাধিক গ্রন্থের কম্পিউটার-পঞ্জিকরণের কাজ শেষ। প্ল্যানিং কমিশন ও ইউ. জি. সি.-র অর্থানুকূল্যে এ কাজ সম্ভব হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগার ভারতের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম। এই কলেজ গ্রন্থাগারের অতুল সম্পদের ব্যাপক ব্যবহারেই এর সার্থকতা। এই বিবেচনায় কলেজ গ্রন্থাগারটি দীর্ঘতর সময় খুলে রাখার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের নিকট করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, দীর্ঘতর সময় গ্রন্থাগারটি খুলে রাখলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও রিসার্চ স্কলাররা বিশেষ উপকৃত হবেন। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করা যেতে পারে।

গ্রন্থাগারের বই ও পত্রপত্রিকা বাঁধানোর জন্য আর্থিক অনুদানের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতি বছর হাজার হাজার বই কেনা হয়, সে বই ব্যবহারও হয়; কিন্তু ছোঁড়া বই বাঁধিয়ে পুনর্ব্যবহারের উপায় নেই। তার জন্য প্রয়োজন পৃথক রেকারিং অনুদানের ব্যবস্থা। সুখের কথা, এই প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগার জাতীয় মহাফেজখানার কাছ থেকে গ্রন্থ-সংরক্ষণ বাবদ আড়াই লক্ষ টাকা অনুদান পেতে চলেছে।

গ্রন্থাগারিক ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিকুশলী কর্মীর অভাবে এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাটেনড্যান্টদের সব সময়ই বই লেনদেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়। গ্রন্থাগার পরিষেবার অনেকটাই তাঁদের আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। সে কারণে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক, যা ইউ. জি. সি.-র অনুদানে নির্দিষ্ট করা থাকে, দেবার কথা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারেন।

গ্রন্থাগারে একটি জেরক্স মেশিনের অভাব ছিল। ইউ. জি. সি.-র অর্থানুকূল্যে সে অভাব দূর হয়েছে। মেশিনটি আপাতত আর্টস লাইব্রেরিতে রাখা হয়েছে।

দীর্ঘ অপেক্ষা ও চেষ্টার পর অর্থনীতি বিভাগের একটি শ্রেণীকক্ষ ইপি লাইব্রেরির আর একটি স্ট্যাকরুমে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে স্ট্যাকরুমের স্থানাভাবের সমস্যা কিছুটা লাঘব হয়েছে।

মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সার্বিক আধুনীকরণের কাজ চলা সত্ত্বেও এখানো কোন কম্পিউটার এই গ্রন্থাগারের জন্য বাবদ হয় নি। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এছাড়া ইপি লাইব্রেরির ইন্টারকাম টেলিফোনের কোন লাইন না থাকায় অন্য দুই লাইব্রেরির সঙ্গে সংবাদ ও তথ্য আদাপ-প্রদানের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এ ব্যাপারেও কলেজ কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক ও গবেষকগণের সাহায্যকল্পে একটি গ্রন্থাগারের সূচনা হয় ১৯৭৩ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের Special Assistance Programme এর অনুদানে খুব অল্প বই ও আংশিক সময়ের গ্রন্থাগারিক নিয়ে যে গ্রন্থাগারটি একদিন যাত্রা শুরু করেছিল আজ বই ও পত্রপত্রিকা মিলিয়ে তার সংখ্যা এগারো হাজারের ওপর। ১৯৮০ সাল থেকে এখানে পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিক দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছে। গুণগত মানের কথা বিবেচনা করলে কলকাতার খুব কম গ্রন্থাগারের সঙ্গেই এর তুলনা চলতে পারে। এই গবেষণা সংস্থাটি (Centre for Economic Studies) মূলতঃ যে কয়েকজন অধ্যাপকের উৎসাহে ও আগ্রহাতিশয্যে বাস্তব রূপ পেয়েছিল, তাঁরা হলেন শ্রী দীপক ব্যানার্জী, শ্রী নবেন্দু সেন, ডঃ মিহির রক্ষিত ও ডঃ অমিয় বাগচী। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থাগারে বই বাঁধাই-এর কাজও যথাসময়ে হয়েছে। তবে বর্তমানে গ্রন্থাগারটি যে কয়েকটি অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছে তারমধ্যে অন্যতম হল স্থানাভাব। এছাড়া এই অমূল্য গ্রন্থরাজির যথোপযুক্ত সংরক্ষণও একান্ত জরুরী। প্রেসিডেন্সি কলেজের মত শতাব্দী প্রাচীন কলেজটির উষ্ণীষে এই গবেষণা সংস্থা ও তার গ্রন্থাগারটি একটি উজ্জ্বল পালক। তাই কতৃপক্ষের কাছে আবেদন গ্রন্থাগারটিকে সর্বার্থেই আধুনিকীকরণ করা হোক।

১৮ ডিসেম্বর, ২০০০ রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী শ্রীক্ষিতি গোস্বামীর উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী। এই উপলক্ষ্যে নতুন ভবনে একটি প্রদর্শনীরর আয়োজন করা হয়। এই ভবনের একতলায় পরিকল্পনা অনুযায়ী Acquisition, Cataloguing, Reprography বিভাগগুলির কাজ যাতে শুরু হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। ভবনের দ্বিতল ও ত্রিতলের কাজ শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গ্রন্থাগারের সিনিয়র লাইব্রেরিয়ানের পদটি এতদিন শূন্য ছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই পদে শ্রীদেবনারায়ণ চক্রবর্তীকে নিয়োগ করেছেন এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

হুগলি মহসীন কলেজ থেকে ডঃ সরস্বতী মিশ্র, সংস্কৃত কলেজ থেকে শ্রীমতী সুষমা সরকার ভাদুড়ী এবং কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে শ্রী বিজয় দে বদলি হয়ে আমাদের কলেজ

গ্রন্থাগারে যোগ দিয়েছেন এবং উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকেই দক্ষ এবং কর্মনিষ্ঠ। শ্রীমতী সোমা বসু বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে এসে আমাদের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন। দক্ষ ও উৎসাহী এই নবীন গ্রন্থাগারিক প্রথম থেকেই কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন।

গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী মঞ্জুরী বসু ও শ্রীমতী রীণা মজুমদার যথাক্রমে গত এপ্রিল ও জুন মাসে অবসর গ্রহণ করায় এই পদদুটি শূন্য হয়েছে। গ্রন্থাগার পরিসেবাকে আরও কার্যকরী করার জন্য অবিলম্বে এই শূন্য পদদুটি পূরণ হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

পূর্ত দপ্তরের নির্মান ও বিদ্যুৎ বিভাগ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে চলেছেন। তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই।

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

হিন্দু হোস্টেলের ২০০০ সালটা খুবই ভাল ভাবে কাটলো। এত শান্তি সুন্দর পরিবেশ বিগত কয়েক বছর দেখা যায়নি। হোস্টেলে পরিবেশ খুবই ভাল। ছাত্রদের পড়শুনার ধারা অব্যাহত আছে। বিগত বি.এ., বি.এস.সি. ও বি.কমের ফলাফল খুবই সন্তোষজনক।

গোয়েঙ্কা কলেজের ছাত্র শ্রীমান আনন্দ প্রতাপ মিশ্র, প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা বিভাগের গৌরাঙ্গ দাশগুপ্ত ও পদার্থ বিভাগের রাজীব সাহা সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার সুবাদে এবারে ইডেন হিন্দু হোস্টেল শতবর্ষ স্কলারসিপ পাওয়ার আধিকারী হয়েছে। এম. এমসি পার্ট-ওয়ান পরীক্ষা ফলাফল খুবই ভাল। ছজন প্রথম শ্রেণী ও বাকিরা সব পাশ করেছে। এম.এসসি. পরীক্ষায় রসায়ণ বিভাগের ছাত্র শ্রীমান নির্মাল্য বল্লভ, পবিত্র চ্যাটার্জী, অর্ঘ পাল ও অর্জুন মাইতি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছে। নির্মাল্য, বল্লভ ও সুমিত কারক 'নেট' পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। ভূতত্ত্ব বিভাগের ফলাফল খুবই ভাল। শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্ডল ও শ্রীমান পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছে। বি.এসসি. পার্ট-টু পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যায় শ্রীমান অর্পন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমান সাহারায় (মৌলানা কলেজ)। গণিত বিভাগে শ্রীমান সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে পাশ করে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.সি.-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। শারীর বিদ্যা বিভাগে শ্রীমান শৌভিক চক্রবর্তী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। খেলাধূলার চল অব্যাহত আছে। ভলি, ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্টগুলো সচল আছে। ছাত্রজীবনের এর দাম অনেক কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সরকারী অনুদান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে ছেলেদের সব খরচ চালাতে হচ্ছে। আনন্দের বিষয় পাঠাগার অনুদান সামান্য হলেও এখনো চালু আছে। সরকারী আইনের জটিলতায় ও পে-এন্ড এ্যাকাউন্ট-এর অনমনীয় মনোভাবের ফলে ছাত্রাবাসে কর্মরত আংশিক সময়ে সাফাই কর্মীদের বেতন বন্ধ ; ফলে ছাত্রদের উপর আর্থিক চাপ পড়ছে। অবিলম্বে এর প্রতিকার করা দরকার। তারজন্য অধ্যক্ষ ও এ্যাকাউন্ট অফিসারের সহযোগিতা কাম্য।

পড়াশুনা, খেলাধূলার সঙ্গে সরস্বতী-পূজা ও পুর্নমিলন উৎসব সুন্দরভাবে পালিত হয়েছে। নবাগত ছাত্রদের স্বাগত উৎসবে কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় ও পদার্থ বিদ্যার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ সুব্রত দত্ত মহাশয়েরা উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেছেন।

ছাত্র সংসদের নির্বাচন নিয়ে অনেক চাপ উত্তাপ ছিল। কিন্তু ছাত্ররা অরাজনৈতিক ভাবে থাকতে চায় এবং বার বার তারই প্রতিফলন হচ্ছে।

ছাত্রাবাসের সব থেকে বড় সমস্যা স্থায়ী অধীক্ষক পাওয়া নিয়ে। বর্তমানে অবৈতনিক অসবর প্রাপ্ত অধীক্ষক ডঃ বরুনকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনাবাসিক অধীক্ষক হয়ে চালাচ্ছেন। কতৃপক্ষের উদাসীনতার এবং উদ্যোগের অভাবেই এই আবাসিকে নূতন অধীক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। অথচ আবাসিক অধীক্ষক আসু প্রয়োজন।

বিগত কয়েক বৎসর বিদ্যুৎ ও পূর্তবিভাগ খুব ভাল কাজ করেছেন। বর্তমানে কিছুটা স্তিমিত। শ্রীনবকুমার রায় দীর্ঘদিন কাজ করার পর ৩১শে ডিসেম্বর অবসর নিয়েছেন।

Presidency College Girl's Hostel

প্রেসিডেন্সি কলেজ গার্লস হস্টেল প্রথম শুরু হয়েছিল ১লা জানুয়ারী ১৯৯৭। প্রথম হস্টেলে মাত্র ৪০টা স্টুডেন্ট ছিল। এর পর ধীরে ধীরে স্টুডেন্ট সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে স্টুডেন্ট সংখ্যা প্রায় ৮৫। এঁখানে হস্টেলের একটি বাস আছে। এখানে মেয়েদের রান্না করার জন্য চারজন রাঁধুনী আছে। পূর্বে রান্নাঘরের স্টাফ সংখ্যা ছিল পাঁচ জন। এখন সেটা কমে ৪ জনে দাঁড়িয়েছে ফলে রান্নাঘরে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। এরপর বাসের জন্য একটি ড্রাইভার ও একজন ক্লিনার নিযুক্ত আছে। এছাড়া হস্টেলের পুরো অফিসিয়াল কাজের জন্য একজন মেট্রন নিযুক্ত আছে। এরপর হস্টেলের দিনের জন্য একজন দারোয়ান ও রাতে একজন নাইট ওয়াচম্যান নিযুক্ত আছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্মী সাংস্কৃতিক সংস্থা

২৯ তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য বছরের মত প্রতিযোগিতাসমূহের পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক 'জয় মা কালী বোর্ডিং' ৭ই এপ্রিল ২০০০ (শুক্রবার) ডিরোজিও হলে অনুষ্ঠিত হয়।

এই বছরে আমাদের সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে 'কর্মচারী সমবায় চিকিৎসা তহবিল' গঠন করি। কর্মচারী ও পরিবার পরিজনদের বিভিন্ন জটিল রোগের ও দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য অনেক সময় কর্মীবন্ধুরা অসহায় বোধ করেন। কর্মীবন্ধুদের কাছে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে আমাদের সংস্থার উদ্যোগ এই সমবায় চিকিৎসা তহবি। আমরা সদস্য কর্মীবন্ধুদের বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এই সমবায় তহবিলকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। যে কোন এককালীন দান/সাহায্য কামনা করি।

আমাদের কলেজের বেশ কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অবসরকালীন বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ডিরোজিও মঞ্চে সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে।

৩১.০১.৯৯ থেকে ৩১.০৩.২০০০ এর মধ্যে যাঁরা অবসর নিয়েছেন তাঁদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। বার্ষিক উৎসবে এ বছরও এই অনুষ্ঠান অবশ্যই হবে।

শারদ অবকাশের পর 'শারদ বিজেয়োৎসব' ১৭ই নভেম্বর, ২০০০ (শুক্রবার) বিকাল ৩টায় পি.এল.টি.তে অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক ও নজরুল সঙ্গীত শিল্পী শ্রী বিমান মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়। এরপর বৈঠকী মেজাজে বিমানবাবুর গান সকল শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ পরিমলকৃষ্ণ সেন। অধ্যক্ষ মহাশয় ও ডঃ সেনের বক্তব্য সকলের মনে দাগ কাটে এবং সংস্থার প্রতিটি কর্মীকে অনুপ্রাণিত করে। এছাড়া গ্রন্থাগারিক সোমা বসুর গান সকলের ভালো লাগে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শ্রীতপন দত্ত। বিমানবাবুর হাতে অভিনন্দন পত্রটি তুলে দেন আমাদের কলেজের শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সভাপতি ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত এবং চা ও মিষ্টি মুখে শ্রোতৃবর্গ ও অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মণিমালা দাস।

আমরা প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেছিলাম কলেজের মাঠে। খেলাটি ছিল ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (কলেজ স্ট্রীট শাখা) বনাম সাংস্কৃতিক সংস্থা। প্রভূত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে খেলা হয়েছিল। উদ্বোধক ডঃ মনোতোষ দাসগুপ্ত, প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ সুব্রত দত্ত (পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান) এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাঙ্কের চীফ ম্যানেজার এস. মহাপাত্র সাহেব। আমরা ৩-০ গোলে ইউ.বি.আই (কলেজস্ট্রীট শাখা) কে পরাজিত করি। জয়সূচক গোলগুলির মধ্যে অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রথম গোলটি প্রশংসার দাবি রাখে।

বানভাসি দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে ডিরোজিও মঞ্চে ইস্পাতের উদ্যোগে অনুষ্ঠানে ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁনকে আমরা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত করি। পুষ্পস্তবক দিয়ে ওস্তাদজিকে সম্মান জানান আমাদের সভাপতি ডঃ মনোতোষ দাসগুপ্ত।

আমরা এবছর সংস্থার উদ্যোগে প্রতিটি কর্মচারীর (শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী) একদিন 'স্বাস্থ্য পরীক্ষা' করার ব্যবস্থা করবো বলে মনে করছি। ফুটবল, তাস, ক্যারাম, ক্রিকেট প্রতিযোগিতাসমূহ চলছে। বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২০০১ এর মার্চ নাগাদ। ঐ দিন পুরস্কার বিতরণ ও নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি

সোসাইটি বর্তমান বছরে ৮০ বছরে পদার্পণ করেছে। সদস্য কর্মীবন্ধুদের ঋণ গত বছরের ন্যায় অর্থাৎ বৃহৎ ঋণ ১২০০০ (বারো হাজার টাকা) এবং জরুরী ঋণ ২৪০০ (চব্বিশ শত টাকা) বহাল রাখা হয়েছে। প্লাটিনাম উৎসবের বিশেষ স্মারক হিসাবে প্রতি বছরের মতন এবারও সদস্যবন্ধুদের পুত্র-কন্যাদের যারা চূড়ান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক

পরীক্ষায় বসবে উৎসাহ প্রদান হিসাবে বিনামূল্যে তাদের টেস্ট পেপার দেওয়া হবে। সোসাইটির অফিস ঘরটিকে আরও সুসজ্জিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে হয়ত এবছর ঋণের পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে।

প্রাক্তনী সংসদ

প্রাক্তণী সংসদ তাঁর গৌরবমণ্ডিত অস্তিত্বের অর্ধশতক পূর্ণ করে এনেছে। আগামী ৭ই এপ্রিল, ২০০১ তা পূর্ণ হবে। সেই দিন ভাবা হচ্ছে, সংসদের বর্ষব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। এই ব্যাপারে প্রাক্তণীদের আরও উদ্যোগী হয়ে সংসদের সংগে নিয়ত যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকলের সাগ্রহ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এতবড় উৎসবানুষ্ঠান সম্ভব নয়। আমাদের প্রখ্যাত প্রাক্তণী নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন শেষের দিকে এক অনুষ্ঠানে মিলিত হবেন, কথা দিয়েছেন। এই উপলক্ষে বিতর্ক, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা চলছে।

সংসদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তরুনরাও বিশেষ আগ্রহী হয়েছেন এর পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে। বর্তমানে (৩০.১১.২০০০ পর্যন্ত) আজীবন সদস্য সংখ্যা ২৭৪৭। সংসদের স্থায়ী আমানত ৪,০৩,৯০০ টাকার। শেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ই জুন, ২০০০। আগামী বছর জুন মাসে পরের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

গত প্রতিষ্ঠাতৃ দিবসের অনুষ্ঠান হয় ২০০০-এর ২০শে জানুয়ারী, বৃহস্পতি বার। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, প্রাক্তন যুগ্ম শিক্ষা অধিকর্তা ও লোকসেবা আয়োগের সদস্য প্রথিতযশা অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার দত্ত ও প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুনীল কুমার রায়চৌধুরী। ঐ দিন ডিরোজিও হলে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠাতৃ দিবসের অনুষ্ঠানের সভায় ও কলেজ-প্রাঙ্গণের পুনর্মিলন উৎসবে মোট উপস্থিতি সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০০, এঁদের মধ্যে ৬০০ জন প্রাক্তনী। প্রাঙ্গণের মঞ্চে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এক মনোজ্ঞ নৃত্য-গীত-আবৃত্তির অনুষ্ঠান করেন।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও তৃতীয় বর্ষের মানববিদ্যা ও বিজ্ঞান শাখার একজন করে ছাত্রকে ২০০ টাকা অর্থমূল্যের বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হয়। প্রাপকরা হল মৌসুমী ঘোষ (তৃতীয় বর্ষ, দর্শন) ও অমিত ত্রিবেদী (পদার্থবিদ্যা) ৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানেও দুজন ব্যক্তিগত সেরা প্রতিযোগী ও প্রতিযোগনীকে ১০০ টাকা অর্থমূল্যের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রাপকরা যথাক্রমে জোরেমা বার্কিম (দ্বিতীয়বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এবং মুক্তা সাহা (দ্বিতীয়বর্ষ, গণিত)। প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ই জানুয়ারী, ২০০০। এর জন্য সংসদ অনুদান দেয় ২০০০ টাকা।

সংসদ আয়েজিত স্টীমার পার্টি এবার ১৭ই ডিসেম্বর হয়েছিল। প্রাক্তণীরা তাঁদের আত্মীয়-পরিজন নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন। গঙ্গাবক্ষে পুনর্মিলন উৎসবের মতই এক আনন্দোচ্ছ্বাস পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। ৬ই জানুয়ারি, ২০০১ এ বসে আলোচনা চক্র। এবারের বিষয় ছিল ভারতীয় সংবিধানের নবতর নিরীক্ষা (Review of Indian Constitution) এবারে অনেক প্রাক্তণীর অনুরোধে কলেজের পদার্থবিদ্যার বক্তৃকক্ষেই

এটি আয়োজিত হয়। বক্তারা ছিলেন শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জী, শ্রী নীতিশ সেনগুপ্ত, শ্রী সত্যব্রত মুখার্জী, শ্রী চিত্ততোষ মুখার্জী ও অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালক ছিলেন শ্রী সুমন চট্টোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই কলেজের প্রাক্তণী ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে মহিমাময় আসনের অধিকারী। বক্তাদের বিশ্লেষণে, সঞ্চালকের নিপুণ পরিকল্পনা ও শ্রোতৃবর্গের ধীসম্পন্ন প্রশ্নের উত্থাপনে আলোচনা-চক্রটি অন্যতর মাত্রা পায়।

এ বছর শারদাবকাশের প্রাক্কালে ২৪শে সেপ্টেম্বর শিশির মঞ্চে সংসদ আয়োজন করে এক অনন্য সঙ্গীতানুষ্ঠানের। 'আবাহনী' নামাঙ্কিত এই অনুষ্ঠানে মার্গ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেলবন্ধন সুচারু পরিবেশন ও গ্রন্থনার মাধ্যমে দেখানো হয়। সভাষ্য সঙ্গীতালেখ্যটির নাম ছিল 'মেঘের ভেলায় দিনের শেষে'। ভাষ্যরচনা শ্রীমনোতোষ দাশগুপ্তের আর পাঠে ছিলেন শ্রীমতী রায়া ভট্টাচার্য। সঙ্গীতাংশে ছিলেন ঃ (ক) মার্গ সঙ্গীতে—তুষার মজুমদার ও শ্রীমতী শুচিস্মিতা মজুমদার এবং (খ) রবীন্দ্রসঙ্গীতে শ্রীমতী গোপা চৌধুরী ও শ্রীমতী শুভ্রা সাহা। অসাধারণ উপভোগ্যতায় মণ্ডিত এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতৃবর্গের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

এ বছর প্রেসিডেন্সি কলেজের পাঁচজন যশস্বী প্রাক্তনীর শতবার্ষিকী। এঁরা হলেন প্রাক্তনী সংসদের প্রথম সহ-সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, প্রথম সম্পাদক ও কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকার, প্রখ্যাত রসায়নবিদ্ ডঃ মুহম্মদ্ কুদরত-এ-খুদা, স্ববিরোধী সমুজ্জল সাহিত্যরথী সজনীকান্ত দাস। সংসদের 'শারদ-বার্ষিকী'টি তাই এঁদের স্মরণ সংখ্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এঁদের স্মরণ করার জন্য সংসদ সভানুষ্ঠান করেছিল। ৪ঠা অগাস্ট ২০০০ কলেজের পদার্থবিদ্যা বক্তৃতাকক্ষে একটি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সরকারকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি হয় ইতিহাস সংসদ, অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকার শতবার্ষিকী কমিটি ও প্রাক্তণী সংসদের যৌথ উদ্যোগে। ১১ই ডিসেম্বর কলেজের রসায়ন বিভাগের সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টা 'কুদরত-এ-খুদা স্মৃতি আলোচনা-চক্র' অধ্যাপক খুদার প্রতি সংসদের আন্তরিক ও বিনম্র শ্রদ্ধার প্রকাশ। ১৫ই সেপ্টেম্বর অধ্যক্ষ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের স্মরণোৎসব আয়োজিত হয়েছিল। বাকীদের স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজনও আমরা করব তাঁদের শতবার্ষিকী বছরের মধ্যে।

২০০০ এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ব্যারাকপুরের 'গান্ধী মিউজিয়াম'-এ সংসদের উদ্যোগে 'গার্ডেন পার্টী' আয়োজিত হবে। এভাবে সংসদের কর্মপ্রচেষ্টা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ও ডাকমাশুল বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিটি অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা এখন থেকে 'প্রচার মাধ্যমকেই' বেশি করে ব্যবহার করতে চাই। সদস্যদের একান্ত অনুরোধ যে তাঁরা সরাসরি সংসদের অফিসে যোগাযোগ স্থাপন করলে প্রতিটি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যথাসময়েই তাঁরা অবহিত হতে পারবেন। সমস্ত কর্মসূচীই আমরা সংসদের 'নোটিশ বোর্ড'-এ বিজ্ঞাপিত করি। সংসদ কার্যালয়ের দূরভাষ (নং ২১৯-২৩৯১) সংযোগের সুবিধাও তাঁরা নিতে পারেন। সত্যি বলতে কি, আমরা প্রাক্তনীদের আরও বেশি মনোযোগ অর্জন করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করব।

আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে, আমাদের প্রাক্তনী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীপদে বৃত হয়েছেন। ফলে এই দাঁড়াল যে, স্বাধীনোত্তর এই রাজ্যের সাত জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে পাঁচজনই আমাদের প্রাক্তনী। রসায়নের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার দত্ত মহাশয় এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কৃতী শিক্ষক' নির্বাচিত হয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে সংসদের সম্পাদক। তাই ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ ডঃ নিতাইচরণ মুখার্জী অবসর নেওয়ায় ২০০১-এর ১লা জানুয়ারি বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক অমিতাভ চ্যাটার্জী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

বিগত বছরে সংসদ একাধিক কৃতী ও যশস্বী প্রাক্তণীকে হারিয়েছেন। এঁরা হলেন— পার্থসারথি গুপ্ত (ইতিহাস), নীহাররঞ্জন দত্ত (ভূতত্ত্ব), সনৎ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ সেন (ইংরাজী), অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় (রাশিবিজ্ঞান), ঋষিকুমার চক্রবর্তী (ইংরাজি), মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার (বাংলা), সুচন্দ্রা দেব (রাশিবিজ্ঞান), চিত্রাঙ্গদা ভট্টাচার্য (ইতিহাস), নীরেন্দ্রনাথ সেন (ভূগোল) ও কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত (পদার্থ বিদ্যা)। এঁদের স্মৃতির প্রতি আমরা আন্তরমথিত শ্রদ্ধা জ্ঞান করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বছরে অনিবার্য কারণবশতঃ ভূতত্ত্ব বিভাগের সংবাদ পরিবেশন করা সম্বভপর হলো না।

পরিশিষ্ট-১

এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল

২০০০ সালের স্নাতক পরীক্ষার (পার্ট ওয়ান ও টু একত্রে) ফল

বি. এ.

বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	অকৃতকার্য	অনুপস্থিত
ইংরেজি	২০	০	২০	২০	০	০
বাংলা	১৮	০	১৮	১৮	০	০
ইতিহাস	২৪	২	২১	২৩	১	০
দর্শন	২০	৬	১৪	২০	০	০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	২০	১	১৯	২০	০	০
হিন্দি	২২	৭	১৫	২২	০	০
সমাজতত্ত্ব	২৩	৩	১৯	২২	১	০
সংস্কৃত	১	০	১	১	০	০

বি. এস-সি.

বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	অকৃতকার্য	অনুপস্থিত
পদার্থবিদ্যা	১৯	১৬	৩	১৯	০	০
রসায়ন	২৬	১৮	৮	২৬	০	০
গণিত	১৪	৪	৭	১১	৩	০
শারীরবিদ্যা	১০	১০	০	১০	০	০
ভূতত্ত্ব	১৯	৫	১৪	১৯	০	০
উদ্ভিদবিদ্যা	২৫	১৪	১১	২৫	০	০
প্রাণিবিদ্যা	৭	৭	০	৭	০	০
রাশি বিজ্ঞান	১৩	১০	২	১২	১	০
ভূগোল	২১	৭	১৩	২০	১	০
অর্থনীতি	৩০	১৭	১৩	৩০	০	০

পরিশিষ্ট-২

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা

(অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে পুরস্কার প্রাপক কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় ইত্যাদি বোঝাবে)

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ./বি. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষা, (২০০০)-এর ফলের ভিত্তিতে

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
১	রাজদীপ সেনশর্মা বি. এস-সি., ৩৮ পদার্থবিদ্যা	সিন্ধিয়া রৌপ্যপদক ও গোয়ালিয়র পুরস্কার	বি. এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম
২	অমৃতা ব্যানার্জী বি.এ., ৩৩ দর্শন	—ঐ—	বি. এ. অনার্সের সবকটি বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম
৩	নিলয় বক্সী বি.এ., ৯৫	অরুণ সরকার স্মৃতিপদক	সাম্মানিক বাংলায় প্রথম
৪	—ঐ—	অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র স্মৃতি পুরস্কার (ড. নমিতা মিত্র প্রদত্ত)	—ঐ—
৫	জয়িতা মিত্র বি.এ., ৯৭	অধ্যাপক তারকনাথ সেন স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	ঐচ্ছিক বাংলায় প্রথম
৬	—ঐ—	হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক সংস্কৃতে প্রথম
৭	শালিনি চৌধুরী বি.এ., ১৬	রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
৮	—ঐ—	অরিজিৎ সেনগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার	—ঐ—
৯	সায়নী বসু বি.এ., ১৪	চারুচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইংরাজিতে প্রথম
১০	অর্পিতা দাস বি.এ., ১৯	সমাজতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা স্মারক পুরস্কার (অধ্যাপক প্রশান্ত রায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক সমাজতত্ত্বে প্রথম
১১	ঋতুপর্ণা দে বি.এ., ১১১	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পুরস্কার (শ্রী শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম
১২	সৌমিত্র কুমার জয়সওয়াল বি.এ., ৭৮	অখিল ভারত সুলতানপুর প্রগতিশীল সমাজ পুরস্কার	সাম্মানিক হিন্দিতে প্রথম
১৩	ময়ূরী ভট্টাচার্য বি. এস-সি., ৯১	কলেজ পুরস্কার	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
১৪	ময়ূরী ভট্টাচার্য্য বি. এস-সি., ৯১	Geographical Institute Book Prize	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথম
১৫	প্রতিম শীল বি. এস-সি., ২২৭	চন্দ্রনাথ মৈত্র পদক	সাম্মানিক ভূতত্ত্বে প্রথম
১৬	ভামিদি শ্রীকল্যানী শঙ্কর বি. এস-সি., ২০	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুরস্কার (রাশিবিজ্ঞান পুনর্মিলন উৎসব ১৯৭৪ কর্তৃক প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
১৭	দুর্বা রায় বি. এস-সি., ২৩১	সুদীপ সোম স্মৃতি পুরস্কার (ড. সুধীরচন্দ্র সোম প্রদত্ত)	সাম্মানিক রসায়নে প্রথম
১৮	পার্থসারথী গুহপট্টাদার বি. এস-সি., ২৬২	কুঞ্জবিহারী বসাক পদক	সাম্মানিক ব্যবহারিক রসায়নে প্রথম
১৯	দীপাঞ্জন দাস বি. এস-সি., ২৫৩	ড. সতীনাথ বাগচি স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী প্রতুলকুমার বাগচি প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
২০	রাজদীপ সেনশর্মা বি. এস-সি., ৩৮	কার্তিক চন্দ্র মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
২১	—ঐ—	পার্থসারথি গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক পরিমল সেন প্রদত্ত)	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
২২	জয় তালুকদার বি. এস-সি., ১৯২	অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী পুরস্কার (শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম
২৩	—ঐ—	অধ্যাপক অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম
২৪	তনুমি কুমার বি. এস-সি., ১০৭	অপরাজিতা চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ও পূরবী চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম
২৫	জিষ্ণু দাশগুপ্ত বি.এ, ২৫	অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (ড. উমা দাশগুপ্ত প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইতিহাসে সবথেকে উৎসাহী ছাত্র

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ./বি. এস-সি পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু পরীক্ষা, ২০০০-এর ফলের ভিত্তিতে ঃ—

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
২৬	শাশ্বতী দত্ত বি.এ., ৫৩ (দর্শন)	নীরদবরণ বক্সি স্মৃতি পুরস্কার এবং ডঃ শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি (প্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত)	বি.এ অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
২৭	—ঐ—	কার্তিকচন্দ্র মল্লিক স্মৃতি পদক	সাম্মানিক দর্শনে প্রথম
২৮	—ঐ—	অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরী পুরস্কার (আশাবরী, ঋতাবরী ও রুচিরা চৌধুরী এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক দর্শনে প্রথম
২৯	শমীক গুপ্ত বি. এস-সি., ৯১ (পদার্থবিদ্যা)	নীরদবরণ বক্সি স্মৃতি পুরস্কার	বি. এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
৩০	—ঐ—	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পদক (রবিব্রত মুখার্জী ও পূরবী মুখার্জী প্রদত্ত)	বি.এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
৩১	—ঐ—	মনোরঞ্জন মিত্র স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক মনীন্দ্র মিত্র প্রদত্ত)	গণিতবাদে বি. এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
৩২	নন্দিনা পারিয়া বি. এস-সি., ১৪২	জে সি নাগ স্মৃতি পদক	স্নাতক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম
৩৩	—ঐ—	ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক তারাপদ চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	—ঐ—
৩৪	স্নিগ্ধা সিং বি. এস-সি., ১৩০	জে সি সিংহ পুরস্কার	স্নাতক অর্থনীতিতে প্রথম
৩৫	—ঐ—	ইউ এন ঘোষাল পুরস্কার	স্নাতক অর্থনীতিতে প্রথম
৩৬	ঋত্বিক সিন্‌হা বি. এস-সি., ১৯৬	সুশীল কুমার ব্যানার্জী স্মৃতি পদক (রানু ও পূরবী ব্যানার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
৩৭	—ঐ—	অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুরস্কার (রাশিবিজ্ঞান পুনর্মিলন উৎসব তহবিল ১৯৭৪ প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
৩৮	—ঐ—	অহিভূষণ চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার (সম্প্রীত চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৩৯	প্রদীপ্ত গুহ বি. এস-সি., ২৯৯	সুশীল কুমার ব্যানার্জী স্মৃতি পুরস্কার (রানু ও পূরবী ব্যানার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৪০	—ঐ—	জ্ঞানেন্দ্রভূষণ মুখার্জী পুরস্কার (অনিল কুমার মুখার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৪১	—ঐ—	মেঘনাদ সাহা স্মৃতি পুরস্কার (শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৪২	—ঐ—	বিভূতিভূষণ সেন পুরস্কার (অধ্যাপক মনীন্দ্র মিত্র প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৪৩	(ক) অরিজিৎ মণ্ডল বি.এ., ১০ (খ) শর্মিলা চন্দ্র বি.এ., ১৫৬	কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়া স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
৪৪	—ঐ—	হিমানী দেবী স্মৃতি পুরস্কার (কমল কুমার ঘটক প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
৪৫	—ঐ—	অজয় ব্যানার্জী স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
৪৬	অদিতি সেনগুপ্ত বি.এ., ৯	অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম
৪৭	—ঐ—	অধ্যাপক তারাপদ মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অশোক মুখার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম
৪৮	—ঐ—	তারাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার রৌপ্যপদক (অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম
৪৯	—ঐ—	বিভাবতী সরকার স্মৃতি পুরস্কার (মঞ্জরী বসু প্রদত্ত)	—ঐ—

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৫০	মোনালিসা দাস বি.এ., ৯৪	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	সাম্মানিক বাংলায় প্রথম
৫১	—ঐ—	আশুতোষ মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার (শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	সাম্মানিক বাংলায় প্রথম
৫২ (ক)	মোনালিসা দাস বি.এ., ৯৪	বাণী বসু স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক বাংলায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম
(খ)	আরিফা নাহিদ বি.এ., ৮৩	—ঐ—	সাম্মানিক বাংলায় ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয়
৫৩	ইলোনা ভট্টাচার্য বি.এ., ১৪৭	রাজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি পুরস্কার (ড. নির্মল চন্দ্র বসু রায়চৌধুরী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম
৫৪	—ঐ—	নীতিশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	—ঐ—
৫৫	—ঐ—	চন্দন কুমার ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অজিত ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	—ঐ—
৫৬	সংযুক্তা চক্রবর্তী বি.এ., ৪০	নির্মলচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার (বেলা বসু রায়চৌধুরী প্রদত্ত)	সাম্মানিক সমাজতত্ত্বে প্রথম
৫৭	রুদ্রাক্ষ পান্ডে বি.এ., ৭৮	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ পুরস্কার	সাম্মানিক হিন্দিতে প্রথম
৫৮ (ক)	অভিষেক ঘোষ বি. এস-সি., ১৩	অহিভূষণ চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার (সম্প্রীত চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে দ্বিতীয়
(খ)	মৌমিতা বিশ্বাস বি. এস-সি., ১৯৫		
৫৯	অরিজিৎ দে বি. এস-সি., ২২৮	চারুশীলা দেবী পুরস্কার (শ্রী সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে দ্বিতীয়
৬০	নিলয় কুমার ব্যানার্জী বি. এস-সি., ২২৯	রামানুজ পাত্তু আয়েঙ্গার স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক গণিতে তৃতীয়

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৬১	শমীক গুপ্ত বি. এস-সি., ৯১	স্বপন সাহা স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
৬২	—ঐ—	মাখনলাল সরকার স্মৃতি পুরস্কার (মঞ্জরী বসু প্রদত্ত)	—ঐ—
৬৩	বনানী চক্রবর্তী বি. এস-সি., ৩৭	কানিংহাম স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক রসায়নে প্রথম
৬৪	—ঐ—	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শতবার্ষিক পুরস্কার	—ঐ—
৬৫	—ঐ—	অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত পুরস্কার	—ঐ—
৬৬	সুমন ব্যানার্জী এম.এস-সি, ৪৮	কলেজ পুরস্কার	কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া রসায়নে কলেজের শ্রেষ্ঠ স্নাতক
৬৭	শোভন সরকার বি. এস-সি., ১৭১	অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম
৬৮	সুচরিতা বসু বি. এস-সি., ১২৫	অপরাজিতা স্মৃতিপদক (অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী প্রদত্ত)	সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যায় প্রথম
৬৯	পরমা রায় বি. এস-সি., ১০২	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট পুরস্কার	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথম

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় এম.এ./এম. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষা, ১৯৯৯-এর ফলের ভিত্তিতে ঃ—

৭০	সুদীপ্ত রায় এম. এস-সি., ৬	গঙ্গাদাস সারদা ছাত্রবৃত্তি (জি এস সারদা প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর ভূতত্ত্বে প্রথম ১৯৯৯
৭১	প্রীতম নাসিপুরি এম. এস-সি., ২	গঙ্গাদাস সারদা পুরস্কার (জি এস সারদা প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর ভূতত্ত্বে দ্বিতীয় ১৯৯৯
৭২	শর্মিষ্ঠা গুহ এম. এস-সি., ৩৬	সন্দীপ সোম স্মৃতি পুরস্কার (ড. সুবীর সোম প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর রসায়নে প্রথম ১৯৯৮
৭৩	রেশমি দত্ত এম. এস-সি., ১০৬	পার্থসারথি গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক পরিমল সেন প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর পদার্থবিদ্যায় প্রথম ১৯৯৮

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় এম.এ./এম. এস-সি পার্ট-টু পরীক্ষা, ১৯৯৯-এর ফলের ভিত্তিতে ঃ—

৭৪	সঞ্চয়িতা ভট্টাচার্যা এম.এ., ৬৫	অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর ইংরাজীতে প্রথম
৭৫	বড়িয়া মজুমদার এম.এ., ৮	চন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পদক	স্নাতকোত্তর ইতিহাসে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৭৬	সর্বাণী রায় এম.এ., ১৫	জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর বাংলায় প্রথম
৭৭	মধুপর্ণা দত্ত এম.এ., ৫	লীলাবতী রায় স্মৃতি পুরস্কার (দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম
৭৮	জইতা চৌধুরী এম.এ., ৩৭	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অজিত ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর দর্শনে প্রথম
৭৯	জলি কুন্ডু এম. এস-সি., ৯৭	কার্নিংহাম স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর রসায়নে প্রথম
৮০	—ঐ—	স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম
৮১	সন্দীপ মুখার্জী এম. এস-সি., ১৩৩	অধ্যাপক নরেন্দ্রমোহন বসু পুরস্কার	স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম

(ঙ) কলেজ পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ঃ—

৮২	(ক)		অরুণ কুমার রায় স্মৃতি পুরস্কার (রীতা রায় প্রদত্ত)	পার্ট ওয়ান টেস্টে ১৯৯৮ পরীক্ষার সকল বিষয়ের মধ্যে প্রথম
	(খ)			
৮৩	(ক)		অরুণ কমার রায় স্মৃতি পুরস্কার (রীতা রায় প্রদত্ত)	পার্ট ওয়ান টেস্টে ১৯৯৯ পরীক্ষার সকল বিষয়ের মধ্যে প্রথম
	(খ)			
৮৪		মৌনাক পাল বি.এ., ৮৭ দর্শন	ভোলানাথ দাস স্মৃতি পুরস্কার (অভিজিৎ, নারায়ণচন্দ্র, শ্যামাপদ ও বিশ্বনাথ দাস প্রদত্ত)	বি.এ অনার্সের বাৎসরিক পরীক্ষায় সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
৮৫	(ক)	শর্মিষ্ঠা দত্ত বি. এস-সি., ৩ রাশিবিজ্ঞান	—ঐ—	বি. এস-সি অনার্সের বাৎসরিক পরীক্ষায় সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
	(খ)	অনির্বান চক্রবর্তী বি. এস-সি., ৫০ রসায়ন		
৮৬		অনির্বান চক্রবর্তী বি. এস-সি., ৫০	বিজয় স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি	সাম্মানিক রসায়নে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৮৭		শর্মিষ্ঠা দত্ত বি. এস-সি., ৩	সুরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী শশধর বসু প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৮৮	মুমুন বোস বি. এস-সি., ১৯৭	সুরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী উৎপল বসু প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় দ্বিতীয়
৮৯	সৌমনেত্রা চট্টোপাধ্যায় বি. এস-সি., ১৪৬	নির্মল কান্তি মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার (মুকুল মজুমদার প্রদত্ত)	সাম্মানিক অর্থনীতিতে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৯০	অঙ্কিতা গোয়েল বি.এ., ৩৮	—ঐ—	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৯১		নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পার্টওয়ান টেস্টে প্রথম
৯২	ইশানী ঘোষ বি. এস-সি, ৭৯	দেবাশিস চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক ডি চন্দ্র প্রদত্ত)	অর্থনীতিতে পার্টওয়ান টেস্টে প্রথম
৯৩	বি. এস-সি	নিস্তারিনী দাসী পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ল্যাবরেটরি নোটবই
৯৪	কোয়েল রায়চৌধুরী বি. এস-সি., ৮৭	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট পুরস্কার	বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
(চ) অন্যান্য পদক /ছাত্রবৃত্তি			
৯৫ (ক)	এম. এস-সি.,	ভূপেন্দ্র চন্দ্র দাস স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর গণিত বিভাগে দুজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র
(খ)	এম. এস-সি.,		
৯৬ (ক)		আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পুরস্কার	রসায়ন স্নাতক পরীক্ষায় মেধা অনুসারে দুজন ছাত্র/ছাত্রী
(খ)			
৯৭ (ক)	ত্রিদিব মণ্ডল বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ, ৭১	সুখময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (ললিতা চক্রবর্তী প্রদত্ত)	মেধা ও সঙ্গতির বিচারে হস্টেল স্টাইপেণ্ড
(খ)	কল্যাণসুন্দর ঘোষ বি. এস-সি., ৩য় বর্ষ, ৭		
৯৮ (ক)	মৌসুমী ঘোষ বি.এ., ৯০	প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যালামনি এসোসিয়েশন পুরস্কার	মেধানুসারে তৃতীয় বর্ষের দুজন ছাত্র/ছাত্রী
(খ)	অমিত ত্রিবেদী বি. এস-সি., ২৫		
৯৯ (ক)	ত্রিদিব মণ্ডল বি.এ., ২য় বর্ষ, ৭১	রাজশেখর বসু স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি (দীপঙ্কর বসু প্রদত্ত)	মেধা ও সঙ্গতির বিচারে হস্টেল স্টাইপেণ্ড
(খ)	কল্যাণসুন্দর ঘোষ বি. এস-সি., ৩য় বর্ষ, ৭		

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
১০০	জয়িতা বসু বি.এস-সি, ১০১	ইলা মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পদক (অমলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত)	মানবিক গুণাবলীর বিচারে শ্রেষ্ঠ ছাত্র / ছাত্রী
১০১	জয়ন্তী রায় বি. এস-সি., ১৭৬	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট পুরস্কার	সাম্মানিক ব্যবহারিক ভূগোলের বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
১০২	দেবযানী ঘটক বি. এস-সি., ১৭০	—ঐ—	সাম্মানিক ব্যবহারিক ভূগোলের পার্টওয়ান পরীক্ষায় প্রথম
১০৩	পরমা রায় বি. এস-সি., ১০২	—ঐ—	সাম্মানিক ব্যবহারিক ভূগোলের পার্ট টু পরীক্ষায় প্রথম
১০৪	সুদীপ্ত তপন সিন্‌হা বি. এস-সি., ৪০	নীহার রঞ্জন দত্ত স্মৃতি পুরস্কার (সূর্যদীপ্ত দত্ত প্রদত্ত)	সাম্মানিক ভূতত্ত্বে প্রথম
১০৫ (ক)	গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট বি.এ, ৯	Eden Hindu Hostel Centenary Scholarship	পার্টওয়ান পরীক্ষায় প্রথম
(খ)	আনন্দ মিশ্র বি কম		
(গ)	রাজিব সাহা বি. এস-সি		
১০৬ (ক)		সুখময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (চারুসিতা চক্রবর্তী প্রদত্ত)	মেধা ও সঙ্গতির বিচারে তৃতীয় বর্ষের মহিলা হস্টেল স্টাইপেণ্ড
(খ)			

পরিশিষ্ট-৩

অছি তহবিলের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
১.	নির্মল কান্তি মজুমদার ফাণ্ড	শ্রী মুকুলরঞ্জন মজুমদার	১০,০০০/
২.	অমল ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্য	৫,০০০/
৩.	দেবাশিস চন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. ডি. চন্দ্র	৫,০০০/
৪.	গঙ্গাদাস সার্দা মেমোরিয়াল	শ্রী জি. এস. সার্দা	২০,০০০/
৫.	এস. এন. বোস মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শশধর বোস এবং উৎপল বোস	১,৫০০/
৬.	রাজেন্দ্র কিশোর মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী এন. সি. বসুরায় চৌধুরী	২,০০০/
৭.	সুদীপ সোম মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. এস. সি. সোম	১০,০০০/
৮.	প্রো এস. সি. মহলানবিশ ফাণ্ড	ড. এন. ব্যানার্জি	৫,০০০/
৯.	প্রো সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৬,০০০/
১০.	প্রো অচিন্ত্যকুমার মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৪,০০০/
১১.	প্রো নরেন্দ্রমোহন বসু মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৫,০০০/
১২.	তারাপ্রসাদ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	প্রো এস. পি. মুখার্জি	৫,০০০/
১৩.	এন. সি. বসু রায় চৌধুরী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী বেলা বসুরায় চৌধুরী	৫,০০০/
১৪.	প্রো প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত ফাণ্ড	রসায়ন বিভাগ	১০,০০০/
১৫.	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৬.	ডঃ মেঘনাদ সাহা মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৭.	স্যার আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৮.	প্রো সুখময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	সুখময় চক্রবর্তী মেমোঃ ট্রাস্ট	৬০,০০০/
১৯.	কার্তিকচন্দ্র মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সুস্মিতা মুখার্জি	১০,০০০/
২০.	প্রো অরুণকুমার রায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী রীতা রায়	২৫,০০০/
২১.	হিমানী দেব মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী কমলকুমার ঘটক	২,৫০০/
২২.	ডিপার্টমেণ্ট অব্ সোশিওলজি ফাউণ্ডেশান ফাণ্ড	শ্রী প্রশান্ত রায়	৫,০০০/
২৩.	তারাপদ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অশোককুমার মুখার্জি	৫,০০০/
২৪.	মনোরঞ্জন মিত্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র মিত্র	১০,০০০/
২৫.	বিভূতিভূষণ সেন মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র মিত্র	১০,০০০/
২৬.	অরিজিৎ সেনগুপ্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী আরতি রায়	১২,০০০/
২৭.	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ ফাণ্ড	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ	৫,০০০/
২৮.	অপরাজিতা মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দিলীপকুমার চক্রবর্তী	৫,০০০/
২৯.	ড. সতীনাথ বাগচী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী প্রতুলকুমার বাগচি	৫,০০০/
৩০.	ড. হরপ্রসাদ মিত্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. নমিতা মিত্র	৫,০০০/
৩১.	প্রবাসজীবন চৌধুরী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী আশাবরী চৌধুরী, ঋতাবরী রায়, শ্রীমতী রুচিরা মজুমদার	৪,০০০/
৩২.	নীরদবরণ বক্সী মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৬,৫০০/

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
৩৩.	প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪,০০০/
৩৪.	স্বপ্ন সাহা মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,০০০/
৩৫.	বিজয় মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফাণ্ড		১০,৯০০/
৩৬.	প্রো পি. সি. মহলানবিশ ফাণ্ড	রাশিবিজ্ঞান পুনর্মিলন উৎসব কমিটি ১৯৭৪	৪,২০০/
৩৭.	ধ্রুব দাস অ্যাথলেটিক ফাণ্ড		৯৫০/
৩৮.	ডোনেশন ফ্রম স্যাডলার হল		১,১০০/
৩৯.	কার্তিকচন্দ্র মল্লিক মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৩০০/
৪০.	বি. সি. দাস, স্কলারশিপ ফাণ্ড		১৮,৫০০/
৪১.	চন্দ্রনাথ মৈত্র মেডাল ফাণ্ড		৫০০/
৪২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যাসেম্বলি হল ফাণ্ড		৩,০০০/
৪৩.	আনক্লেমড ডিপোজিট মানি ফাণ্ড		১,৯০০/
৪৪.	স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৭০০/
৪৫.	কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪,৬০০/
৪৬.	জে. সি. নাগ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৬০০/
৪৭.	বাণী বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড		১,৯০০/
৪৮.	কুঞ্জবিহারী বসাক মেমোরিয়াল ফাণ্ড		২০০/
৪৯.	মহারাজ গোয়ালিয়র মেডাল ফাণ্ড		৯০০/
৫০.	সিন্ধিয়া সিলভার মেডাল ফাণ্ড		৩,৫০০/
৫১.	প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ ফাণ্ড		৪,৭০০/
৫২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ ফাণ্ড		১,৬১,০০০/
৫৩.	অরুণ সরকার মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৩০০/
৫৪.	অ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া ফাণ্ড		১,০০০/
৫৫.	চন্দ্রনারায়ন গোল্ড মেডাল		১,৫০০/
৫৬.	বি. সি. লাহা ফ্রি স্টুডেণ্টশিপ		৮,০০০/
৫৭.	গিরিশচন্দ্র দেব প্রাইজ ফাণ্ড		৮০০/
৫৮.	এইচ্ শীল কবিরত্ন মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪০০/
৫৯.	রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ফাণ্ড		২,০০০/
৬০.	কানিংহাম মেমোরিয়াল ফাণ্ড		২,৭০০/
৬১.	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্কলারশিপ ফাণ্ড		১০,৩০০/
৬২.	(১) টি. এস. স্টার্লিং স্টাইপেণ্ড ফাণ্ড	প্রো টি. এস. স্টার্লিং	৩,৩০,০০০/
৬৩.	(২) টি. এস. স্টার্লিং পুওর ফাণ্ড	প্রো টি. এস. স্টার্লিং	৬৩,৭০০/
৬৪.	প্রিন্সিপাল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ফাণ্ড		৪,২৫,০০০/
৬৫.	চারুচন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৫০০/
৬৬.	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অজিত কুমার ভট্টাচার্য	৫,০০৩/
৬৭.	নীতিশচন্দ্র চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/
৬৮.	নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
৬৯.	লীলাবতী রায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/
৭০.	পার্থসারথি গুপ্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. পরিমলকৃষ্ণ সেন	১০,০০০/
৭১.	ইলা মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়	৬,০০০/
৭২.	রাজশেখর বসু মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দীপঙ্কর বসু	২৫,০০০/
৭৩.	অজয়চন্দ্র ব্যানার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জি	১৫,০০০/
৭৪.	চন্দন ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী অতসী ভট্টাচার্য	৬,০০০/
৭৫.	ইউ. এন্. ঘোষাল মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৫০০/
৭৬.	অপরাজিতা চট্টোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পূরবী চট্টোপাধ্যায়	৫,০০০/
৭৭.	সুশীলকুমার ব্যানার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী রাণু ব্যানার্জি ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি	৩০,০০০/
৭৮.	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী রবিব্রত মুখার্জি ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি	১০,০০০/
৭৯.	অহিভূষণ চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী সম্প্রীত চ্যাটার্জি	২০,০০০/
৮০.	ভোলানাথ দাস মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অভিজিৎকুমার দাস শ্রী নারায়ণ চন্দ্র শ্রী শ্যামাপদ দাস ও শ্রী বিশ্বনাথ দাস	৫,০০০/
৮১.	প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন এণ্ডাউমেণ্ট ফাণ্ড		৪০,০০০/
৮২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ ফাণ্ড ফর কলেজ ফাংশন, সেমিনার্স্		৩৫,০০০/
৮৩.	অ্যানুয়েন্স প্রাইজেস্ ইন জিওগ্রাফি ভূগোল বিভাগ		৭,৫০০/
৮৪.	রামানুজ পাট্টু আয়েঙ্গার মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সরযূ আয়েঙ্গার	৫,০০০/
৮৫.	প্রয়াত মাখন লাল সরকার প্রাইজ ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জরী বসু	৫,০০০/
৮৬.	প্রয়াতা বিভাবতী সরকার প্রাইজ ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জরী বসু	৫,০০০/
৮৭.	অশীন দাশগুপ্ত বুক প্রাইজ	শ্রীমতী উমা দাশগুপ্ত	১০,০০০/
৮৮.	সেণ্টেনারী স্কলারশিপ্ ফাণ্ড, গভর্নমেণ্ট কলেজ, হিন্দু হস্টেল		১৫,০০০/
৮৯.	ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	তারাপদ চ্যাটার্জী প্রদত্ত	১০,০০০/
৯০.	অধ্যাপক শ্যামল কুমার চ্যাটার্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী	৬৪,০০০/
		মোট	১,৬৮৭,১৫০/

পরিশিষ্ট ৪

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক মদন মোহন ভট্টাচার্য

1. Genotoxicity of some insecticides and fungicides on plant chromosomes.

2. Effect of temperature stress on cytological behaviour of some Leguminous crops.

অধ্যাপক সত্যরঞ্জন সাহা

1. Studies on impact of insecticides and pesticides on soil microbeal ecology and bioremediation of insecticide pesticide pollution.

2. Investigation of soil bacterial flora in Sikkim.

ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

1. Evaluation of some plant extracts and fungal antagonists for Biological control of common parasites of cash crops in Hooghly and Midnapore districts of West Bengal (U.G.C. Project).

2. Investigation of leaf inhabiting fungi of Nagaland (ডঃ অশোক কুমার দাস ও গবেষক ছাত্র তরুণ কুমার জানা সহযোগে)

ডঃ তড়িৎ কুমার সাধু

Studies in ammonium and nitrate nutrition of some crop plants.

ড. মধুব্রত চৌধুরী

1. Cytological effects of urea on plant cells.

2. Studies on some aspects of plant nuclealus.

ডঃ অশোক কুমার দাস

Investigation on leaf inhabiting hyphomycetous fungi of the district Hooghly of West Bengal. (U. G. C. Project).

ডঃ মলয় চক্রবর্ত্তী, ডঃ সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং ডঃ অশোক কুমার দাস

Systematic survey and searching of antimicrobial substances in the different lichen species of North Himalayas region.

ডঃ রুমা পাল

An investigation of local algal flora to evaluate their role in heavy

metal removal from waste water and production of useful biomass. (UGC Project).

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী

1. Studies on the biodiversity of the Western Ghat 'Shola Forest' eco-system and measures for its conservation (Collaborators : Dr. K. K. Banerjee and others).

2. Review of the impact of human activities through geological era on the reduction of biodiveristy over the earth.

3. In search of impediments of sustainable use of biodiversity.

ডঃ পীযূষকান্তি সাহা

Studies on the biodiversity of Forcipomyan insects (Diptera : Ceratopogonidae) in India.

ডঃ কমল কুমার ব্যানার্জী

1. A survey of biodiversity in the forests of Arunachal Pradesh (Collaborators : teachers of Hooghly Mohsin College and Krishnanagar Govt. College).

2. Studies on the biodiversity of the Western Ghat 'Shola Forest' eco-system and measures for its conservation (Collaborators : Dr. D. P. Chakrabarti and others).

ডঃ সুব্রত কুমার দে

1. Heavy ion induced chromosomal instability in Chinese hamster cells (Sponsor : Nuclear Science Centre, New Delhi.; Fellow : Rupak Pathak).

2. Studies of chromosomal and molecular aspects of congenital syndromes in man (Collaborator : Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta).

ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যা

1. Seasonal changes and differentiation of testis in some toads and frogs (Researcher : Kamal Krishna Paul).

2. Effect of pollutants on polytene chromosomes of **Chironomus** (Researcher : Saurav Chakraborti).

3. Cytotaxonomic categorization of species of family Chironomidae available in West Bengal throguh study of their polytene chromosomes (Sponsor : UGC (No. F. 3-9/95(SR-II) ; Fellow : Basuli Maitra).

ডঃ প্রবাল দে

1. Studies on acephaline gregarine parasites of Oligochaetes of West Bengal.

2. Epidemiological studies of malaria outbreak in different districts of West Bengal.

ডঃ রূপেন্দু রায়

1. Investigations on blood parasites of cold-blooded vertebrates.

2. Hæmatological studies in normal and parasitised anurans (Collaborator : Dr. Nirmal Kumar Sarkar).

3. Bio-ecology of malaria in some rural and urban areas of West Bengal (Collaborator : Dr. P. Dey and A. K. Mukherjee).

4. Studies on protozoan endocommensals of amphibian gut (Researcher : Madhusri Ganguly).

5. Studies on enteroprotozoan faunal diversity in major crop pests of West Bengal (Researcher : Sudip Mandal).

ডঃ নির্মল কুমার সরকার

1. Studies of the physiological effects of arsenic in mammals (Sponsor : CSIR, New Delhi (No. 8/155(5)/99-EMR-I; Fellow : Anjan Guha).

2. Studies of arsenic effects in fishes (Researcher : Jhimly Sarkar).

3. Hæmatological studies in normal and parasitised anurans (Collaborator : Dr. Rupendu Ray).

4. Bio-ecological studies of common birds of West Bengal (Collaborator : Aniruddha Jha).

5. Studies on haematotoxicity and food-chain transport of lead (collaborator : Prof. Samir Banerjee, Calcutta Univeristy).

ডঃ নিমাই চন্দ্র সাহা

Studies on the effects of industiral chemicals on fish, fish-food organism and aquatic ecosystem (researcher : Falguni Bhuian).

ডঃ সুজিত কুমার দাশগুপ্ত

Studies on the biodiversity of Culicoides insects (Researcher : Debjani Ganguly).

ভূগোল

1. Dr. Saswati Mookherjee : UGC Project—Environmental Quality of Calcutta

2. Sm Soma Bhattacharyya : UGC Project—Evolution and Characteristics of Alluvial Fans in the Darjeeling Himalayas

3. Dr. Ashis Sarkar : UGC Project "Bank Erosion by Alluvial Channels—a study in Environmental Geomorphology."

রসায়ন

অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ

1. "Photophysical behaviour of some supramolecular systems and of organised assemblies with special emphasis on Photoinduced clectron transfer/energy transfer", (CSIR, Govt. of India) Dr. maitrayee Basu Roy, Research Associate.

2. "Photophysical Behaviour of some Bichromophoric systems, Supramolecular systems Organised assemblies and Biopolymers with special emphasis on Photoinduced Electron Transfer and Energy Transfer" (CSIR, Govt. of India) Subhankar Chakraborty, JRF.

3. "Preparation and Evaluation of nano composites based on some speciality polymer with inorgnic oxides" (CSIR, Govt. of India) with Prof. Mukul Biswas & Dr. H. S. Maiti (Director, CGCRI, Calcutta).

Prof. H. R. Das (Emeritus Scientis UGC)

"Studies on Physiological and Chemical aspects of lead compounds in Ecological System." UGC sponsored Project.

Research Scholr : Sanjib Kumar Das.

ডঃ উদয়চাঁদ ঘোষ ও ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত

Recovery of arsenic from arsenic contaminated waste (DST. W.B.),

Research fellow :

i) Sabyasachi Halder

ii) Biswaranjan Manna (part-time)

iii) Subhas Chandra Bhat (Part-time).

দীপককুমার মণ্ডল

1. Folding of galactos-specific plant lectins. DST (Govt. of India). Research Scholars :

i) Manjir Ghosh (JRF)

ii) Susanta Ghosh (Part-time)

iii) Folding of β-sheet protemic-studies with glucose/mannose-specific plant lectims. UGC, (New Delhi).

Research scholar :

Anindya Chatterjee (Project Fellow).

রাশিবিজ্ঞান

বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ গবেষণা প্রকল্প

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সম্প্রতি বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বে একটি বৃহৎ গবেষণা-প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। এর নাম—

'Development of a Screening Tool for Prediction of Low Birthweight Babies by Community Health Workers"

প্রকল্পটির সহযোগিতায় আছেন—Child in Need Institute (CINI) South 24-Pargana ও Nibedita Community Care Centre (NCCC), Hooghly.

রাষ্ট্র বিজ্ঞান

A) **ডঃ প্রশান্ত রায় ঃ** Professor and the Head of the Department of Political Science.

Lectures :

1) Political Impediments to social change (Indian Academy of Social Science and U.G.C. National Seminar).

2) Political Culture and Political Socialisation (Refresher course in Political Science, Calcutta University).

3) State Violence in India (Barasat Govt. College).

4) Reflections on the Indian State (Rabindra Bharati University, Department of Political Science).

B) সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

Lectures :

1) On the origin and the development of the Indian Cinema (Journalism + Mass Communication, Calcutta University).

2) On the evolution of the Italian, Freach and Japanese films (Nandan).

3) On the Indian film (Nandan).

4) On the psycho-analytical aspect of film making (Nandan).

5) On the sociology of Pareto (Lady Brabourae College)

6) Member, Screening Committee : Calcutta Film Festival : 2000.

শারীরবিদ্যা

বিভাগের বিবিধ গবেষণা-প্রকল্পের তালিকা ঃ

অধ্যাপক চন্দন মিত্রের তত্ত্বাবধানে ঃ

1) Arsenic toxicity : a physiological approach towards be the management of the problem.

2) An epidemical study on natural and surgical menopause-induced osteoporotic changes in urban and rural populations.

3) Hypogonadal osteoporosis : a physiological approach toward be the management of the problem through natural therapeutics.

4) Cholesterol metabolism, hypertension and hypogonadal osteoporosis.

সমাজতত্ত্ব

গবেষণা প্রকল্প

অধ্যাপিকা ডালিয়া চক্রবর্তী তাঁর UGC Minor Project-এর কাজ সমাপ্ত করেছেন।

পরিশিষ্ট ৫

অর্থনীতি বিভাগ

অধ্যাপক শান্তনু ঘোষ নিম্নলিখিত সেমিনারগুলিতে বক্তা হিসাবে যোগদান করেছেন।

1. "Some Micro-Theoretic Issues in the production of crime with special reference to Mafia as an Oligopolistic Firm" (83-rd Indian Economic Association (I.E.A.) conference paper)—crime, corruption and Development by D. N. Reddy (ed.).

2. "Some Aspects of Child Labour in the Cotton Handloom Industry : A case study of Two West Bengal Districts" (co-authored)—Economics of Child Labour by K. P. Kannan (ed.) and also in 83-rd I.E.A. conference volume.

3. "Crime, Corruption and Development—A Report" on the 83-rd I.E.A. conference papers (co-authored)—83-rd I.E.A. conference volume (Profile).

4. Values and Human Factors in Economic and Social Development : Some Reflections on Prof. V. K. R.V. Rao's contributions"—Rao and Shenoy—Ideas in contrast by Kamta Prasad (ed.). [80-th I.E.A. conference paper 1].

5. "Prof. B., R. Shenoy : India's Supply Side Economist and his critique of Economic planning"—Rao and Shenoy—Ideas in contrast by Kamta Prasad (ed.).

6. A. "The State vs. the Market : The Major Issues and Restructuring the Market Forces with State Control"—The Market and the state : concepts Experiences and Emerging Issues by R. K. Sinha (ed.) [78-th I.E.A. conference paper].

B. "Evolution of Economic Ideas since Adam Smith"—A Lecture presented at West Bengal National University of Juridical Sciences (W.B.N.U.J.S.) on 18-th June, 2000.

C. Research Project in Progress : UGC—Sponsored Minor Research Project on "Tourism Through Time Sharing Business in India : Its Economic and Environmental Aspects."

Conferences/ Seminars Attended.

1. 32-nd Regional Science Association of Idnia Conference at TTTI, Salt Lake, Calcutta on 13-th & 18-th November, 2000 (Also acted as a Rapporteur in a session).

2. A Seminar at State Institute of Panchayates & Rural Development (SIPRD) at Kalyani on 8-th November, 2000.

3. A UGC—Sponsored Seminar on Decentralised Planning at Rabindra Bharati University in March, 2000.

(a) Acted as a Rapporteur off the Session Rural-Urban Housing in the 32-nd Regional Science Conference at Technical Teachers Training Institute, Salt Lake, Calcutta, Nov. 17, 18, 2000.

(b) Delivered a lecture on "Majority Voting : A Suggested Alternative/Modification" in an UGC—Sponsored Seminar at Dr. Kanailal Bhattacharyya College, Ramrajatala, Howrah on 21.12.2000.

(c) Scheduled to present two papers—(a) Some Aspects of Child Labour in cotton Handloom Industry of West Bengal : A Case Study of Two West Bengal Districts (a joint work) and (b) Some Micro-Theoretic Issues in the Production of Crime with Special Referrence to Mafia as an Oligopolistic Firm—in the forthcoming Indian Economic Association 83-rd Annual Conference at Jammu (Dec. 30, 2000 to Jan. 01, 2001).

গণিত বিভাগ

৪.১২.২০০০ তারিখে গণিত বিভাগ আয়োজিত আলোচনাচক্রে Indian Statistical Institute, Calcutta-র তিনজন অধ্যাপক অংশগ্রহণ করেন।

Prof. A. K. Mukherjee : আলোচ্য বিষয়—Theory of Surfaces.

Prof. Amartya Dutta : আলোচ্য বিষয়—Mathematics in Ancient India : some Diophantine Equations.

Prof. Alok Goswami : আলোচ্য বিষয়—Random Walk.

পদার্থবিদ্যা

বিভাগে আয়োজিত আলোচনাচক্র ও বক্তৃতা

1. Seminar on Prey-predator Relationship amongst Mammals—ডঃ ফিলিপ এস. জিপসন, ইউনিট লীডার ও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, কান্সাস কোঅপারেটিভ ফিশ অ্যাণ্ড ওয়াইল্ডলাইফ রিসার্চ ইউনিট, কান্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা।

2. Seminar on Fisheries and Aquaculture—ডঃ কমল কুমার ব্যানার্জী ও ডঃ নিমাই চন্দ্র সাহা (বিভাগীয় উদ্যোক্তা), ডঃ সমীর ব্যানার্জী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ও বিভাগীয় স্নাতকোত্তর স্তরের মৎস্যবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

3. Seminar Lecture-series on Different Aspects of Insect Structure and Function—ডঃ সোমনাথ ব্যানার্জী (অধ্যক্ষ, উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া)।

4. Seminar Lecture-series on Some Current Topics of Immunohisto-chemistry—ডঃ এনা রায় (লেকচারার, বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ)।

5. Seminar on Identification of Different Species of Mosquitoes—ডঃ গৌতম সাহা (লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ও ডঃ রূপেন্দু রায় (বিভাগীয় উদ্যোক্তা)।

6. Seminar cum Slide-show on Faunal Diversity of Sundarban Biosphere and Simlipal Forest Ecosystem—ডঃ কমল কুমার ব্যানার্জী ও ডঃ প্রবাল দে (বিভাগীয় রীডার) ও ডঃ মানস মুখোপাধ্যায় (রীডার, নেতাজিনগর কলেজ)।

অধ্যাপকদের আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে অন্যত্র অংশগ্রহণ

1. ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী ঃ আমন্ত্রিত বক্তৃতার শীর্ষক—"Teaching the New Look Zoology" ; আলোচনাচক্রের শীর্ষক—"Teaching Methods in Zoology : Looking Beyond Year 2000" ; আয়োজক সংস্থা—মৌলানা আজাদ কলেজ, কলিকাতা; বক্তৃতার তারিখ—১৬ মার্চ, ২০০০।

2. ডঃ নির্মল কুমার সরকার ঃ আমন্ত্রিত বক্তৃতার শীর্ষক—"Pollution Potential of Tannery Effluents"; আলোচনাচক্রের শীর্ষক—"Integrated Management of Tannery-related Pollution Problems" ; আয়োজক সংস্থা—শিবপুর বেঙ্গল এঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও লেদার ফোরাম ক্যালকাটা ফর রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট; বক্তৃতার তারিখ—৬ জুলাই, ২০০০।

3. ডঃ রূপেন্দু রায় ঃ আমন্ত্রিত বক্তৃতার শীর্ষক—"Prophylactic Measures against Malaria" আলোচনাচক্রের শীর্ষক—"Antimalarial Campaign"; আয়োজক সংস্থা—কলিকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ; বক্তৃতার তারিখ—১২ সেপ্টেম্বর, ২০০০।

ভূগোল

1. Prof. Dr. Saroj Kumar Pal (Delhi University) : Dynamics of Channel Plan-form of River Kosi.
2. Prof. Dr. Subhas Ranjan Basu (Calcutta University) : Rapid Urbanisation vis-a-vis Environmental Catastrophe—a case study in Darjeeling Himalayas.

রসায়ন

১১ই ডিসেম্বর ২০০০, অনুষ্ঠিত হয় অধ্যাপক ডঃ মোহম্মদ কুদ্‌বত-এ খুদা স্মারক আলোচনা চক্র। বিষয় বিস্তারিত বিবরণ বিভাগীয় সংবাদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

রাশিবিজ্ঞান

বিভাগে আয়োজিত আলোচনা চক্র ও বক্তৃতা

বিভাগের দুই প্রাক্তন ছাত্র, National Sample Survey Organisation (NSSO)-এর Asstt Director শ্রীপূর্ণেন্দু ব্যামার্জি ও Deputy Director শ্রীশান্তনু গুপ্ত গত জানুয়ারির ২৭-এ ফেব্রুয়ারির ৯ ও ১৬ তারিখে বিভাগে আয়োজিত 'Indian Statistical System and Official Statistics' বিষয়ে আলোচনা চক্রে বক্তৃতা দেন। আরও এক প্রাক্তন ছাত্র, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস-এর অধ্যাপক ডঃ সঙ্কর্ষণ বসু গত ৮ই এপ্রিল বিভাগে 'Some Recent Applications of Quantitative Methods in Bio-medical and Social Sciences'—বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বছরের শেষে, ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বিভাগের 'সহস্রাব্দ পুনর্মিলন-এ 'Strategy for making Statistics course More Responsive to the needs of the Country" বিষয়ে একটি আলোচনা সভা। এতে যোগ দেন প্রফেসর প্রণব কুমার সেন, শ্রীমতী বুলা বোস, শ্রীনরসিমহন, শ্রীস্বরাজনাথ ও শ্রীদেবকমল দত্ত সভাটি পরিচালনা করেন প্রফেসর জয়ন্ত কুমার ঘোষ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১. পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ২৭.১১.২০০০ তারিখে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষম-বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে।

২) দক্ষিণ এশিয়া গবেষণা সঙ্ঘের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সভার আয়োজন করেছে।

শারীরবিদ্যা

বিভাগে আয়োজিত আলোচনা-চক্র ও বক্তৃতা

১। ডঃ অরুণাংশু দাশগুপ্ত, রবার্ট জনউড মেডিকেল সেন্টার, ইউনিভার্সিটি অফ্ ডেনটিস্ট্রি এন্ড মেডিসিন, নিউজার্সি বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, "Role of colon specific protein(s) in the protection of experimental colitis" এই বিষয়টির ওপর ওনার গবেষণাপত্র ফলাফল নিয়ে বিস্তৃত এক মনোগ্রাহী বক্তৃতা দেন ২০০০ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে।

আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রশান্ত রায় নিম্নোক্ত বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন ঃ

১) Limits of Civil Society Initiative (আন্তর্জাতিক সেমিনার; বিষয় ঃ Development Dialogue)

২) Children of Blended Background (আমেরিকান সেন্টার; বিষয় ঃ Children of Multicultural Heritage).

৩) Relevance of Sociology for Literature (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ইংরাজী বিভাগ; রিফ্রেশার কোর্স).

৪) Social History in Colloquial Slanders (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, রিফ্রেশার কোর্স)

৫) Twenty first Century Sociology Text Book (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজতত্ত্ব বিভাগ)

৬) Ethics and values in Indian Economic Developments; Responses to Gender Disparity in India; Stress : Social origins and consequences ((অ্যাডমিনিস্ট্রেটিড ট্রেনিং ইন্সটিট্যুট)

৭) Some Issues in Social Transformation in India since independence (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়).

আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে অধ্যাপিকা ডালিয়া চক্রবর্তী নিম্নোক্ত বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন ঃ

১) The Clerks : an exploration in social behaviour of an occupational groups (সমাজতত্ত্ব বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

২) Sociology in 21st century (সমাজতত্ত্ব বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

পরিশিষ্ট ৬

অর্থনীতি বিভাগ

● বিভাগ আয়োজিত ও বিভাগে অনুষ্ঠিত সেমিনারের তালিকা

১. বক্তা—Prof. Uem Jisdell

বিষয়—Asset Poor Women in India & the Relevance of A. K. Sen's Analysis.

তারিখ—23.01.2000

আয়োজক—অর্থনীতি বিভাগ ও বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদ

২. বক্তা—Prof. R. Dutt.

বিষয়—Concept of Food Security.

তারিখ—30.3.2000

আয়োজক—অর্থনীতি বিভাগ ও বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদ

৩. বক্তা—অধ্যাপক সমর দত্ত, আই. আই. এম, আমেদাবাদ

বিষয়—WTO Agreement : Its Implications for Indian Agriculture.

তারিখ—23.11.2000

৪. বক্তা—শ্রী সমীরণ চক্রবর্ত্তী, Research Associate, D. S. E.

বিষয়—Economics : Financial Liberalisation in Imperfectly Competitive Product Market.

তারিখ—6.12.2000.

৫. বক্তা—অধ্যাপক অম্বর নাথ ঘোষ, চন্দননগর কলেজ

ও

অধ্যাপক স্বর্ভানু মিত্র, রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ

বিষয়—অর্থনীতি

৬. অর্থনীতি বিভাগ রাশিবিজ্ঞান বিভাগ ও বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের যৌথ সহযোগিতায় একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়—Data Base of the Economy of the State of West Bengal.

তারিখ—মার্চ 2000

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অগাস্ট মাসে Centre for Economic Studies পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তারা সমস্ত অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিভাগের যাবতীয় গবেষণা কর্মের বিবরণ সমেত একটি report কমিশনের কাছে পাঠানো

হয়েছে। Centre-এ দুজন অধ্যাপক নির্বাচিত হয়ে আছেন। আশা করা যাচ্ছে তাঁরা আগামী বছরের শুরুতে বিভাগে যোগ দেবেন। অধ্যাপক বিকাশ সান্যালও আগামী বছরের শুরুতে শূন্যপদে বিভাগে যোগদান করবেন।

বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক-অতিথি

(১) ডঃ ফিলিপ এস্. জিপসন (কান্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা)।

(২) ডঃ শান্তিগোপাল পাল (অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

(৩) ডঃ সমীর ব্যানার্জী (অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

(৪) ডঃ অশোক মুখার্জী (সহ-অধিকর্তা, ন্যাশনাল ম্যালেরিয়া ইর‍্যাডিকেশন প্রোগ্রাম, ভারত সরকার)।

(৫) ডঃ নেপাল চন্দ্র নন্দী (সহ-অধিকর্তা, জুলজিকাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া)।

(৬) ডঃ উর্মিলা গাঙ্গুলী (সম্পাদকীয় উপদেষ্টা, পাগমার্কস্ জার্নাল)।

(৭) ডঃ সুধাংশু কুমার ঘোষাল (অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)।

(৮) ডঃ সোমনাথ ব্যানার্জী (অধ্যক্ষ, উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া)।

(৯) ডঃ সুবীর চন্দ্র দাশগুপ্ত (রীডার, মৌলানা আজাদ কলেজ)।

(১০) ডঃ শুভ্র মুখার্জী (রীডার, হুগলী মহসীন কলেজ)।

(১১) ডঃ সুমিত হোমচৌধুরী (লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

(১২) ডঃ গৌতম সাহা (লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ভূগোল

আমন্ত্রণী বক্তৃতা ঃ

Geographical Institute, প্রেসিডেন্সী কলেজ'এর আমন্ত্রণে ভূগোল বিভাগে বক্তৃতা দিয়েছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সরোজ কুমার পাল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুভাষ রঞ্জন বসু।

রসায়ন

(১) অধ্যাপক মিহির চৌধুরি, রসায়ন বিভাগ, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর্ কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স।

(২) অধ্যাপক পরিমলকৃষ্ণ সেন, ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন, প্রেসিডেন্সি কলেজ ; উপ-অধিকর্তা প্রেসিডেন্সি কলেজ আই-এ-এস্ ট্রেনিং সেন্টার।

(৩) অধ্যাপক সিদ্ধার্থ রায়, রসায়ন বিভাগ বসুবিজ্ঞান মন্দির।

(৪) অধ্যাপক ধ্রুব চ্যাটার্জী, প্রাণ রসায়ন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৫) অধ্যাপক উদয় মৈত্র, রসায়ন বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিট্যুট অব্ সায়েন্স, বাঙ্গালোর।

(৬) অধ্যাপক অমিত বসাক। রসায়ন বিভাগ, আই-আই-টি, খড়গপুর।

Prof. Sanjib Ghosh (Published Papers :)

1. Photophysical properties of tris-acetylpyrene derivative of a cryptand in different environments, P. Bandyopadhyay, P. K. Bharadwaj, W. Basu Roy, R. Dutta, S. Ghosh, chemical Physics, 225, 325, 2000.
2. Transition metal cryptate-enhanced fluorescence in a trianthroyl cryptand : effect of spacer on the PET process, G. Das, P. K. Bharadwaj, M. Basu Roy, S. Ghosh, Journal of photochemistry Photobiology, A : Chemistry, 135, 7, 2000.
3. Time resolved emission studies of tri-acetylpyrene derivative of a cryptand exhbiting localised monomer, intramolecular exciplex and intramolecular excimer emissions in different enviornments, M. Basu Roy, S. Ghosh, P. bandyopadhyay, P. K. Bharadwaj, Journal of Luminescence, 92, 115, 2000.
4. Characterisation of an unusual interaction between cyclic cis-vicinal triketones and cyclic saturated ethers, J. roy, S. P. Bhattacharyya, S. Ghosh, Jouranl of molecular Structure : theochem, 535, 71, 2001 (january issue).
5. Gramicidin A and its complexes with Cs^+ and Tl^+ ions in organic solvents-a study by steady state and time resolved techniques, S. Mandal, S. Ghosh, Jouranal of Photochemistry Photobiology, B : Biology, in press.

অধ্যাপক হিমাংশু দাস

Paper Published : Effect of lead an environmental toxicant, administration on thyroid and uterine endometrial dimentions and peroxidase activity in rat' by Prof. H.R.Das, Sanjib K. Das & others, published in the Proceedings of the 37th Annual Convention of Chemists 2000, AEC (AP)-10, *Indian Chemical Society*.

রাশিবিজ্ঞান

বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক-অতিথি

১) প্রোফেসর জয়ন্ত কুমার ঘোষ,
জওহরলাল নেহরু অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা ;

২) প্রোফেসর প্রণব কুমার সেন,

ইউনিভারসিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ;

৩) ডঃ সঙ্কর্ষণ বসু

অধ্যাপক, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ডঃ প্রশান্ত রায় :

Papers :

1) চীনে পঞ্চাশ বছরের সংস্কৃতি—নন্দন।

2) Politics and Social Change in India Panda (ED) Social Change.

সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় :

1) নাটক ও চলচ্চিত্র ঃ সংযোগ ও বাখান—**দিশা** ঃ মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা

2) The Unfinished Mission—Post-Graduate Department of Political Science : Hooghly Mohsin College.

3) ঋত্বিক ঘটকের ছোট গল্প—স্নিগ্ধজন পত্রিকা।

শারীরবিদ্যা

বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক অতিথি ঃ

১। ডঃ অরুণাংশু দাশগুপ্ত, রবার্ট জনউড মেডিকেল সেন্টার, ইউনিভার্সিটি অফ্ ডেনটিস্ট্রি এন্ড মেডিসিন, নিউজার্সি বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২। শ্রীমতী অনুসূয়া চট্টোপাধ্যায়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য।

৩। শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা মজুমদার, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সমাজতত্ত্ব

বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক অতিথি ঃ

১। শ্রী শৈল ঘোষ, প্রাক্তণ অধ্যাপক, Indian Institute of Managment, Joca.

২। শ্রী অভিজিৎ মিত্র, অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিশিষ্ট-৭

ভূগোল

1. **Prof. Dr. Ashis Sarkar**

1. Sabhyata, Samaj O Paribesh-Bibartaner Prasanga, in R. Roy (ed) : *prateeti,* (in Bengali), Vol-1, pp 41-51, January-2000
2. Landuse Pattern-an exploratory analysis, in the *Seminar Volume* on *Changing Pattern of Environment,* Organised by the Department of Geography, B.G.College, Calcutta on February 5,2000.
3. Agricultural Land Resources of Hooghly District, West Bengal-a multivariate analysis, *Indian Joumal of Regional Science,* Vol-XXXII, No. 1, pp 70-86. (with S. Das)
4. The 21st Century Geography in India-an appraisal, *Journal of the Indian Geographical Foundation,* Vol-5 & 6, 1999-2000, Calcutta
5. Manchitrabijnan-bikash-O-sadharan dharana, in R. Roy (ed) : *Prateeti,* (in Bengali), Vol-1, pp 41-51, October-2000
6. Fundamentals of Digital Cartography-an appraisal, Traverse, Vol-36, Geographical Institute, Presidence College, Calcutta, November, pp 10-15.
7. Damodar R. Channel between Durgapur Barrage and Rhondia Weir-a fluviologic analysis, *Indian Journal of Power and River Valley Development* (Communicated)
8. Quantitative Geomorphology of the Jhumri Tilaiya-Kodarma-Doranda Watershed in Chotanagpur plateau [with S.S.Sarkar] (Communicated)
9. Composition, Orientation and Discrimination of Drainage-a study in the BMB-CGC Complex, for Prof. MKB Felicitation Volume (Communicated)

2. Dr Saswati Mookerjee :

1. Geography in the New Millenium-an interdisciplinary role, in the Journal of Indian Geographical Foundation, Vol-5 & 6.

2. Environmentalism-an overview of Calcutta. in Traverse. November, 2000, geographical Institute, Presidency College, Calcutta.
3. Interaction between Linease based and Non-lineage based Communities, Lanpal, Purulia (Communicated N.A.G.I.).

3. Sri Harekrishna Datta :

1. "Geomorphology and Environmental Management." in the 11th Conference of the I. G. I. and national Seminar on" Mountain to Ocean-a changing Environmental Scenario, Organized by the Department of Geography & Applied Geography, N.B. University, February-2000.
2. "Urbanization and Related Problems in India." in the National Level Conference on "Urbanization, migration & Emerging Problems in Indian Situation", organized by the P.D. Wome's College, Jalpaiguri, April-2000.

রসায়ন

ডঃ উদয়চাঁদ ঘোষ ও ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত

(১) Studies on removal and recovery of trace amount of Cr(VI) from industrial waste using hydrated Zirconium oxide (Co-authors : S.C. Bhat, B.R. Manna) : presented at State Science Congress, Jadavpur by S.C. Bhat.

(২) Studies on recovery of arsenic from arsenic contaminated waste/ sludge and its reuse (Co-author : S. Halder) : presented at National conference of Chemists, Hardwar by S. Halder.

(৩) Studies on hydrous Titanium dioxide as scavenger of arsenic from water (Co-author : B.R. Manna) ; presented at national Conference of chemists. Hardwar by U.C. Christ.

(৪) Studies on removal of arsenic from water using hydrated Zirconium oxide (HZO)—Chem Environ Res. 8(1&2), 1999 [Co-authors : B.R.Manna, S.C. Bhat]

(৫) Studies on removal and recovery of chromium (VI & III) from industrial waste water using hydrated Zirconium oxide (HZO) : Communicated to Chem. Environ. Res. [Co-authors S.C. Bhat, B.R. Manna]

ইতিহাস বিভাগ

বাংলায় অবাঙ্গালী ঃ বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন স্মারক পত্রিকায় প্রকাশিত

Peace, Democracy & Literacy : Paper presented in the seminar of world peace thinkers' meet at Cultivation & Science, Jadavpur.

পুস্তক সমালোচনা ঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল ঃ গিরিশ মঞ্চ ঃ চতুরঙ্গ

বাংলা বিভাগ

ডঃ মঞ্জুভাষ মিত্র

রূপসী বাংলা ও জীবনানন্দ ঃ পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঃ সোনার তরী ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি

An Eassy Commemorating the birst centenary of Sajani Kanta Das (to be published in the autumn no. of Presidency College Alumni Journal)

ডিয়ান ফসি ও কুয়াশায় গরিলারা ঃ আনন্দমেলা।

রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতা ঃ পুস্তক সমালোচনা ঃ আনন্দবাজার।

পূজা সংখ্যা ঃ দেশ, আনন্দবাজার ও অন্যান্য পত্রপত্রিকা কবিতা।

মালামে ও সুধীন্দ্রনাথ ঃ (ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত পুস্তকে প্রকাশিতব্য)

ক্রন্দসী ও উত্তরফাল্গুনী, (সুধীন্দ্রনাথ শতবর্ষ সংকলন, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)

নীটশে এবং রিলকে-ফ্রয়েড-আন্দ্রিয়াস লু সালোমে প্রসঙ্গ এভং মুশেয়ারা পত্রিকা।

বিশ শতকের বাংলা কবিতা ঃ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে Extension lecture. ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়।

বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা ঃ চোখের বালি ঃ (প্রকাশিত পুস্তক)।

কবিতা কল্পনালতা ঃ তমসুক

প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুনা সংখ্যা।

দেশ পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রলয় সূর

বাংলা চলচ্চিত্র ঃ সপ্তকাণ্ডের ক্ষুদ্র কথা ঃ বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি

আশি বছরের রূপকথা ঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মাননা গ্রন্থ।

Ray & the little ones : CLT Golden Jubilee Number

যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ ঃ তমসুক

গল্প ঃ আনন্দবাজার পূজা সংখ্যা

তিন পুরুষের বাইরে ঃ চলচ্চিত্র পুস্তক-এ সংকলিত

'বস্ত্রবিতরণ' নামক গল্পের ববই ঃ দেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

কৌশিক রায়চৌধুরী ঃ

কৃষ্ণনাথ কলেজের সংস্কৃতি, তার বিবর্তন ঃ ১৯৪৭-৯৬

(প্রাক্তন প্রাক্তনীদের মতামত সমীক্ষা ও পর্যালোচনা)/(বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের সার্ধশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিতব্য)

পঞ্চতন্ত্র/মজলিসি মুজতবা (কোরক প্রকাশনী) গ্রন্থে সংকলিত নিবন্ধ।

তিস্তাপারের আরও বৃত্তান্ত/অপর, শারদীয় ১৪০৭

Co-ordination of a survey on the folk theatre maestros of Murshidabad, Participants of the workshop cum orientation camp conducted by Yugagni, supported by the W.B. Govt. at Berhampore Barrack Square. Report published on march, 2k.

রাশিবিজ্ঞান

ডঃ বিশ্বনাথ দাস

পুস্তক ঃ

১) Measurements in Science and Technology. (Ed. Jointly with Prof. S. P. Mukherje) IAPQR, 2000

প্রবন্ধ ঃ

১) বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ভারত ঃ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য।
—প্রতিদিন, ২৬ জানুয়ারি ২০০০

২) স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত।
—বর্তমান, ১৯ মার্চ ২০০০

৩) প্রেসিডেন্সি (পূর্বতন হিন্দু) কলেজের ইতিহাস, পর্ব ১৫-২০।
—গোধূলি মন, ২০০০, বিভিন্ন সংখ্যা।

৪) ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব ও ভগিনী নিবেদিতা।
—প্রাতিভাসিক, ১৫ অগষ্ট ২০০০।

৫) Optimization of Strategies for Life-testing under Two-parameter Exponential Model (H. with S.P. Das)
নয়াদিল্লীতে ৩০ ডিসেম্বর ২০০০-২ জানুয়ারি ২০০১
IISA-JSM আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গঠিত।

ডঃ বিশ্বনাথ দাস ও শ্রীঅসীম শঙ্কর নাগ

১) Optimization of Censoring Strategies in Exponential Life-Testing.
—Perspectives in Statistical Sciences (Eds. Basu *et al*), Ch. XII. OUP. 2000

২) A Test of Exponentiality in Life-Testing against Weibull Alternatives under Hybrid Censoring.

—Fourth International Triennial Calcutta Symposium on Probability and Statistics (December 26-28, 2000)-এ পঠিত।

ডঃ অসিত বরণ আইচ

প্রবন্ধ ঃ

1. On testing Hypothesis for Reliability in a Stress-Strength Model with Restricted Prior.

   Perspectives in Statistical Sciences. Ch II. Oup 2000 (Eds Basu *et al*).

2. Estimation of System Reliability for a Series Stress-Strength Model. Fourth International Triennial Calcutta Symposium on Probability and Statistics (December 26-28, 2000)-এ পঠিত।

3. Asymptotic Expansions of the Null Distribution of Bartlette's Statistic.

   (Jointly with Prof S. B. Nandi) (Under revision for possible publication in CSA Bulletin.)

শ্রীতুষার কান্তি ঘড়া

1. A Computerised Library with Bigger Scope.

   The Proceedings of National Conference on Modernization of Library. (June 24-25, 2000) Presidency College, Calcutta.

2. Control Chart for Critical Data—An Early Attempt.

   Fourth International Triennial Calcutta Symposium on Probability and Statistics (December 26-28, 2000)-এ পঠিত।

Joint with Dr. T. K. Mitra

1. The Identification of Factors for Winners' Performance Variations in the Atheletic Meets of Indian Universities.

   —Sports Journal, Gwalior, India.

2. On Constructing the Best Linear Index to Measure Overall Atheletics Standards

   —Sports Journal, Gwalior, India.

3. The Prediction of the Type of Energy used in Cooking in Rural India.

   —The Proceedings of National Conference on Statistical and Economic Issues March 20-22, 2000. Kalyani University, Nadia.

4. Multivariate Methods for Tea Forceasting.

   , Fourth International Triennial Calcutta Symposium on Probability and Statistics. (December 26-28, 2000)-এ পঠিত।

5. Women Education in India—A Statistical Analysis.

   Second Indian Education Congress (December 21-23, 1999) Kalyani University, Nadia.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ডঃ দিলীপ সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ামক পদে যোগদান করেছেন। আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা অনন্যা চট্টোপাধ্যায় ও সুছন্দা ঘোষও কলেজ ছেড়ে চলে গেছেন। ফলে বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রশান্ত রায় সহ সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপক দাশগুপ্ত আছেন।

শারীরবিদ্যা

বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ ঃ

ডঃ চন্দন মিত্র

1) Effects of different intensities of cold stress on certain physiological phenomena related to skeletal health in a hypogonadal rat model.

Jour. of Physiol & Pharmacol, Vol 51 (4), 2000

2. Effects of high-lipid diet and cold stress on membrane fluidity and alkaline phosphatase activity of enterocyte membranes of ovariectomized rats.

Jour. of Biophys & Biochem, 2000 (Comunicated)

সমাজতত্ত্ব

প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ

ডালিয়া চক্রবর্তী

১। মোনোগ্রাফ ঃ 'দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব' (নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য)।

২। প্রবন্ধ ঃ 'Effeminacy to Masculinity : Bengali Clerks' changing Orientations to authority (XXVI All India Sociological Conference, 2000).

অসিতাভ দাশ

১। বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র)-অমিতাভ দাশ সম্পাদিত। বসাক বুক স্টোর, কলিকাতা, বইমেলা, ২০০০, ১৩০.০০।

২। বিজ্ঞান তপস্বী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ঃ জীবন ও রচনাপঞ্জি। (পশ্চিমবঙ্গ ঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা), ১৪০৬। ২১ জানুয়ারি, ২০০০। পৃঃ ১৩০-১৫২।

৩। গাছপালার অনেক কথা ছেলেবেলায় জেনেছিলেন জগদীশচন্দ্র। আনন্দমেলা, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০০।

৪। দোকানের কাজে মন বসত না মেঘনাদের। আনন্দমেলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০০।

৫। বাবাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভোলেননি রামেন্দ্রসুন্দর। আনন্দমেলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০০।

৬। বাঘের মত মাস্টারমশাইয়ের মার খেয়ে দমে যাননি মধুসূদন। আনন্দমেলা, ১ মার্চ, ২০০০।

৭। তারাশঙ্কর ঃ জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি। (চতুষ্ক ঃ শতবর্ষে নজরুল—তারাশঙ্কর—জীবনানন্দ—বনফুল—অগ্নিমিত্র ঘোষ ও সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পাদিত। নেতাজীনগর ডে কলেজ কম্পিউটার সেন্টার। ১ মার্চ, ২০০০। পৃঃ ১৫০-১৯৪। ১০০.০০)।

৮। তাঁর প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন বাবা, মা। আনন্দমেলা, ৮ মার্চ, ২০০০।

৯। লাজুক ছেলেটি অঙ্কে ভেলকি দেখিয়েছিল কুম্ভকোনমের পাঠশালায়। আনন্দমেলা, ১৫ মার্চ, ২০০০।

১০। বৃত্তির টাকা সহপাঠীদের বিলিয়ে দিতেন ঈশ্বরচন্দ্র। আনন্দমেলা, ২৯ মার্চ, ২০০০।

১১। জীবনানন্দ ঃ জীবনীপঞ্জি। (জীবনানন্দ ঃ পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। সাহিত্যলোক। ১৪ এপ্রিল, ২০০০। পৃঃ ৪০৯-৪৩২। ২৫০.০০)।

১২। বাংলার কবি জীবনানন্দ ঃ জীবন ও কবিতাপঞ্জি। (পশ্চিমবঙ্গ ঃ কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা। ১ বৈশাখ ১৪০৭। পৃঃ ১৯৩-২১৩)।

১৩। রাজরোষে পড়েছিল দুই জনপ্রিয় সাহিত্যিক। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিক, ১৪০৭।

১৪। স্বাধীনতা সংগ্রামে কমলা দাশগুপ্ত। (প্রাতিভাসিক ঃ মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয় নারী। ষষ্ঠ বর্ষ, ১৫ অগস্ট, ২০০০। দ্বিতীয় বিশেষ সংখ্যা। পৃঃ ২২)।

সরস্বতী মিশ্র

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

১। বিতর্ক ঃ বাংলা ব্যাকরণ। কলকাতা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি।

২। বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

৩। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী।

৪। একটি পুরোনো ক্যাটালগের তালিকা এবং পত্রিকার Index প্রকাশের পথে।

পরিশিষ্ট-৮

প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্মীদের নামের তালিকা

শিক্ষকমণ্ডলী

অধ্যক্ষ

শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

অর্থনীতি বিভাগ

শ্রী শ্রীমন্তকুমার ভৌমিক
শ্রী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী মমতা রায়

ইংরেজি বিভাগ

শ্রী অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী তপতী গুপ্ত
শ্রী সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
শ্রী মানসকুমার রায়
শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত
শ্রীমতী মানু আড্ডি
শ্রীমতী অর্পা ঘোষ (আংশিক সময়)

ইতিহাস বিভাগ

শ্রী রজতকান্ত রায়
শ্রী সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রী দিব্যেন্দু হোতা
শ্রী অজয়কুমার সেন

উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ

শ্রী মদনমোহন ভট্টাচার্য
শ্রী মলয় চক্রবর্তী
শ্রী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রী মধুব্রত চৌধুরী
ডঃ তিমির বরণ ঝা
শ্রী তড়িৎকুমার সাধু
শ্রী সত্যরঞ্জন সাহা
ডঃ অশোককুমার দাস
ডঃ সুপত্র সেন (আংশিক সময়)
ডঃ পরশুরাম কামিল্য (আংশিক সময়)
ডঃ মলয় আদক (আংশিক সময়)

গণিত বিভাগ

শ্রী দেবীদাস চট্টরাজ
শ্রী উৎপলকুমার সমাদ্দার
শ্রী বিনোদকুমার বেরী
শ্রী সুকুমার রায়
শ্রী অশোক দাশগুপ্ত
শ্রী হিমাংশুশেখর গুহ
শ্রী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (আংশিক সময়)
শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা চক্রবর্তী (আংশিক)

দর্শন বিভাগ

শ্রী শিশিরকুমার মিত্র
শ্রীমতী শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় (রায়)
শ্রীমতী মন্দিরা মুখোপাধ্যায়
শ্রী নবকুমার নন্দী (আংশিক সময়)
শ্রীমতী ঋতাবরী রায়মৌলিক (আংশিক সময়)
শ্রী সুব্রত বসু (আংশিক সময়)
শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা বক্সী (আংশিক সময়)
শ্রীমতী পৃথা ঘোষ (আংশিক সময়)
শ্রী অমলেন্দু চক্রবর্তী (আংশিক সময়)

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

শ্রী সুব্রত দত্ত
শ্রী সলিল সরকার
শ্রী প্রদীপকুমার দত্ত
শ্রীমতী মণিমালা দাস
শ্রী প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়
শ্রী সজলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী মহেন্দ্র সিংহ রায়
শ্রী প্রদ্যোৎকুমার রায়
শ্রী কালীপদ নাহাল
শ্রী দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী
শ্রীমতী মীরা দে
শ্রী হিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রী প্রসাদ সেনগুপ্ত
শ্রী সিদ্ধার্থ ভৌমিক
শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী
শ্রী প্রদীপ কুমার মুখার্জি
শ্রী তপনকুমার দাস

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

শ্রী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রী পীযূষকান্তি সাহা
শ্রী সুব্রত কুমার দে
শ্রী কমলকুমার ব্যানার্জী
শ্রী ত্রিলোচন মিদ্যা
শ্রী নির্মলকুমার সরকার
শ্রী নিমাইচন্দ্র সাহা
শ্রী প্রবাল দে
শ্রী রূপেন্দু রায়
শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা (আংশিক)
শ্রী সুজিত কুমার দাশগুপ্ত (আংশিক)
শ্রীমতী স্মিতা পালিত (আংশিক)
শ্রী সত্যম কুণ্ডু (আংশিক)
শ্রীমতী শুক্লা মুখার্জি (আংশিক)
শ্রী রাহুল দত্ত (আংশিক)
শ্রীমতী চৈতী ব্যানার্জী সরকার (আংশিক)
শ্রী কমলকৃষ্ণ পাল (আংশিক)
শ্রী শিবেন্দু দত্ত (আংশিক)

বাংলা বিভাগ

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী কৌশিক রায়চৌধুরী
শ্রী মঞ্জুভাষ মিত্র
শ্রী প্রলয় শূর

ভূগোল বিভাগ

শ্রী আশিস সরকার
শ্রী ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়
শ্রী হরেকৃষ্ণ দত্ত
শ্রীমতী শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য

ভূতত্ত্ব বিভাগ

শ্রী হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রী অনীশকুমার রায়
শ্রী আনন্দকুমার চক্রবর্তী
শ্রী দেবকুমার দাশগুপ্ত
শ্রী প্রদ্যোৎকুমার বন্দোপাধ্যায়
শ্রী অরুণাভ বসু

শ্রী অলোকেশ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত
শ্রী অরিজিৎ রায়
শ্রী প্রবীরকুমার দাশগুপ্ত
শ্রী গৌতম ঘোষ
শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রসায়ন বিভাগ

শ্রী সঞ্জীব ঘোষ
শ্রীমতী স্নিগ্ধা গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী মনোতোষ দাশগুপ্ত
শ্রী বলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রী মহম্মদ আব্দুল গনি
শ্রী গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রী সনৎকুমার সাহা
শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী সম্রাজ্ঞী দত্ত
শ্রী অচিন্ত্যকুমার সরকার
শ্রী সুবীর দত্ত
শ্রী প্রশান্ত ভৌমিক
শ্রী উদয়চাঁদ ঘোষ
শ্রী অমলেন্দু রায়
শ্রী শৈলেন্দ্র ঝা
শ্রী দেবকুমার দাস

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রী বিশ্বনাথ দাস
শ্রী শঙ্কর ঘোষ
শ্রী অসিত বরণ আইচ
শ্রী তুষারকান্তি ঘড়া
শ্রী অজয়কুমার বিশ্বাস
শ্রী দীপঙ্কর বসু
শ্রী অসীমশঙ্কর নাগ
শ্রী সুগত সেন রায় (আংশিক)
শ্রী অরবিন্দ হোড় (আংশিক)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

শ্রী প্রশান্ত রায়
শ্রী দীপককুমার দাশগুপ্ত
শ্রী সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী রবীন বসু (আংশিক)
শ্রীমতী গার্গী মুখোপাধ্যায় (আংশিক)

শারীরবিদ্যা বিভাগ

শ্রী চন্দন মিত্র
শ্রী অশোক দেবনাথ
শ্রী বিশ্বনাথ পাইন
শ্রীমতী অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী অশোকা চক্রবর্তী
শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী
শ্রী দেবাশিস সেন
শ্রী সুজয় দাশগুপ্ত

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

শ্রী প্রশান্ত রায়
শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাস
শ্রীমতী অনিতা মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী ডালিয়া চক্রবর্তী

হিন্দী বিভাগ

শ্রী সুব্রত লাহিড়ী
শ্রী শ্রীনিবাস সিং যাদব (আংশিক)

শ্রী শিউনাথ পাণ্ডে
শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র (আংশিক)
শ্রী সুনীতা সাউ (আংশিক)
শ্রী বিভাকুমারী (আংশিক)
শ্রী লালাবাহাদুর সিং (আংশিক)

গ্রন্থাগার

শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী
শ্রী অশোক হাজরা
শ্রীমতী সুষমা সরকার ভাদুরী
শ্রী বিজয় দে
শ্রীমতী সোমা বসু
শ্রীমতী সরস্বতী মিশ্র
শ্রীমতী সুরভি বাগচী
শ্রীমতী বাসন্তী দেবনাথ
শ্রীঅসিতাভ দাশ
শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্ত

ক্রীড়া বিভাগ

শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য

শ্রী অরুণকুমার বেরা
শ্রী শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

শ্রী বরুন কুমার চট্টোপাধ্যায় — অধীক্ষক
শ্রী তরুণকুমার নাগ — স্টুয়ার্ড
শ্রী রাম সুভীক মিশ্র — চাপরাশি
শ্রী দুর্গাপ্রসাদ রাঙ্গোয়া — চাপরাশি
শ্রী দশরথ সিংহ — দারোয়ান
শ্রী অক্ষয়কুমার থাপা — দারোয়ান
শ্রী নবকুমার রায় — দারোয়ান (৩১-১২-২০০০)

১৭৫ বর্ষ পূর্তি স্মারক ছাত্রী নিবাস

শ্রী ত্রিদিপ চট্টোপাধ্যায় — অধীক্ষক
শ্রীমতী বৈশাখী সিন্‌হা — সহ-অধীক্ষক
শ্রীমতী শিখা দে (দাশগুপ্ত) — রেসিঃ লেডি মেট্রন
শ্রী হরিবন্ধু হীরা — ড্রাইভার
শ্রী সুজিত দাস — দারোয়ান
শ্রী নরেশকুমার মণ্ডল — নৈশ প্রহরী
শ্রী অশোক বড়ুয়া — ক্লিনার
শ্রীমতী রীতা গোস্বামী — কুক
শ্রীমতী রেখা ঘোষ — সহকারী কুক
শ্রীমতী ছায়া কাঞ্জিলাল — কিচেন এ্যাটেনডেন্ট
শ্রীমতী দিপালী ব্যানার্জী — হেলপার এ্যাসিস্ট্যান্ট

বারসার

শ্রী মনোতোষ দাশগুপ্ত

অ্যাকাউন্টস অফিসার

শ্রী শ্যামলকুমার মাইতি

কলেজের অফিসের কর্মীবৃন্দ

ভারপ্রাপ্ত হেড-অ্যাসিস্ট্যান্ট— শ্রী অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী
শ্রী সুনীলচন্দ্র রায়
শ্রী ব্রজদুলাল দাস
শ্রীমতী মিনতি দে
শ্রী সুবলচন্দ্র গুহ
শ্রী স্বপনকুমার নন্দী
শ্রী মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত
শ্রীমতী সরস্বতী ঘোষ
শ্রী কল্যাণ চক্রবর্তী
শ্রী প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী উত্তম সামন্ত
শ্রী মহঃ তসলিম
শ্রী মৃণালকান্তি দাস
শ্রী কিশোর দাস
শ্রী জয়দেব দাস
শ্রী তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী সঞ্জীব ধর
শ্রী অর্ধেন্দু ব্যাপারী
শ্রী প্রফুল্লকুমার মণ্ডল
শ্রী শঙ্কর সর্দার
শ্রীমতী দীপালি ভট্টাচার্য
শ্রী তারকনাথ প্রসাদ
শ্রী অলোককুমার দে
শ্রী সুব্রতকুমার দাস
শ্রী সমীর দেবনাথ
শ্রী বিকাশচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রী সুশান্তকুমার রায়
শ্রী নির্বাণ চন্দ্র পাইন
শ্রী স্বপনকুমার দাস

ড্রাফট্‌ম্যান এবং কেয়ারটেকার

শ্রী বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

মেকানিক

শ্রী দিলীপকুমার অধিকারী

হারবেরিয়াম কিপার

শ্রী তপনকুমার দত্ত

সূত্রধর

শ্রী হরেনচন্দ্র বৈদ্য

ইন্সট্রুমেন্ট কীপার

শ্রী কাজী মইনুল হক ও শ্রী রিন্টু দে

শ্রীমতী প্রতিমা দাস (হালদার)

ইলেকট্রিসিয়ান

শ্রী অমিতাভ ভড়

আর্টিস্ট-কাম রেকর্ড কিপার

শ্রী তরুণকান্তি রায়

কলেজের সহকারী কর্মীবৃন্দ

শ্রী সুনীল বড়ুয়া
শ্রী পূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র
শ্রী কিষাণদেব শর্মা
শ্রী সম্পত প্রসাদ
শ্রী সুবলচন্দ্র দে
শ্রী সন্তোষ সিং
শ্রী কেশবচন্দ্র রায়
শ্রী তপনকুমার ভঞ্জ
শ্রীমতী শীলারানী দাস
শ্রী কাশীনাথ মণ্ডল
শ্রী বাবুলাল দাস
শ্রী সুবল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী বিজয় সিং
শ্রী ঘনশ্যাম হেলা
শ্রী মদনমোহন দত্ত
শ্রী স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী তিমিরবরণ সামন্ত
শ্রী নির্মল সিং
শ্রী মোহনলাল রাঙ্গোয়া
শ্রী রামমুরৎপ্রসাদ রাঙ্গোয়া
শ্রী স্বপনকুমার রায়
শ্রী মহঃ সেখ আলম
শ্রী নারায়ণ ঘোষ
শ্রীমতী দুলালী হেলা
শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বসু
শ্রী ধীরেন্দ্রকুমার নাথ
শ্রী পীতবাস আচার্য
শ্রী প্রফুল্লকুমার নাথ
শ্রী সুধাংশুশেখর দাস
শ্রী শিশিরকুমার সিংহ
শ্রী আশীষকুমার মাইতি
শ্রী কালীপদ জানা
শ্রী শম্ভু দাস
শ্রীমতী পুষ্পরানী দে
শ্রী হনুমান ধুরিয়া
শ্রী মোহন রাম
শ্রী অনন্তকুমার বারিক
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র হেলা
শ্রী সন্তোষকুমার শাসমল
শ্রীমতী শান্তি হেলা
শ্রীমতী সাবিত্রী বারিক
শ্রীমতী মায়া হাজরা
শ্রী আশুতোষ চৌধুরী
শ্রী প্রশান্ত মণ্ডল
শ্রী ললিতমোহন হাজরা
শ্রী রামনারায়ণ হেলা
শ্রী চতুর্ভুজ দাস
শ্রী সনৎকুমার শীল
শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায়
শ্রী শ্যামলকান্তি সিংহ
শ্রী শঙ্কর হেলা (১)
শ্রী ইমাম রসুল
শ্রী দেল আমবিয়া
শ্রী আবদুল হামিদ খান
শ্রী অশোককুমার গিরি
শ্রী দুলালচন্দ্র দাস

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ বারিক
শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নাথ
শ্রী দিলীপকুমার বীর
শ্রী গৌতম দত্ত
শ্রী চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শ্রী স্বপন গুহ
শ্রী হরিপদ রায়
শ্রী অমরনাথ নন্দী
শ্রীমতী সুমতি হাজরা
শ্রী জাহিদ হোসেন
শ্রী প্রভাসচন্দ্র সাহা
শ্রী চুনীলাল হেলা
শ্রীমতী বীণা হেলা
শ্রী অরুণ মৈত্র
শ্রী শিবু হাঁসদা
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাস
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার
শ্রী সুশীল বারিক
শ্রীমতী সুষমা বারিক
শ্রী বিশু অধিকারী
শ্রীমতী চামেলি দাস
শ্রী দীপক রায়
শ্রী সমরনাথ সুর
শ্রী গৌরাঙ্গ সরকার
শ্রী আনন্দদুলাল মাইতি
শ্রী শঙ্কর হেলা (২)
শ্রী মহঃ ইশাহাক
শ্রী হেমন্ত দাস

শ্রী হারাধন সাহা
শ্রী রমানাথ প্রসাদ
শ্রী অনাথনাথ মণ্ডল
শ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী হরবিলাস বাল্মীকি
শ্রী সনৎকুমার নন্দী
শ্রী রাজা হেলা
শ্রী আশুতোষ ঘোষ
শ্রী অরবিন্দ মান্না
শ্রী হরিনারায়ণ পাল
শ্রী ছেদিলাল পাসোয়ান
শ্রী চেৎ বাহাদুর
শ্রী খগেন্দ্রনাথ জানা
শ্রী অশোককুমার নায়ক
শ্রী শ্যামসুন্দর প্রসাদ
শ্রী কমলেশ মণ্ডল
শ্রী রতনকুমার রায়
শ্রী শ্যামসুন্দর রায়
শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জী
শ্রী দিলীপ হাজরা
শ্রী নিতাইচন্দ্র দে
শ্রী বাল্মীকি প্রসাদ
শ্রী সন্তোষ হাঁসদা
মোঃ শৌকত
শ্রী প্রদীপ দাস
শ্রী রাজকুমার ঘোষ
শ্রী অনুপ বিশ্বাস
শ্রীমতী রাধা হেলা